গবেষণাপত্র সংকলন-১২

ফাত্ওয়া

সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-১২

ফাত্ওয়া : সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, ৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব : বিআইসি কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : জুন, ২০১০
জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭
জমাদিউস সানি, ১৪৩১

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

মুদ্রণ : ইত্যাদি প্রিন্টার্স
৮/৯ বাবুপুরা, নীলক্ষেত

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র

Gobesanapatra Sankalan-12 Written by Professor Dr. Muhammad Abdullah & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition June 2010 Price Taka 35.00 Only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ **"ফাত্ওয়া ঃ সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা"** শীর্ষক একটি গবেষণাপত্র বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত একটি স্টাডি সেশনে উপস্থাপন করেন এপ্রিল ৮, ২০১০ তারিখে। গবেষণা পত্রটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মূল্যবান পরামর্শ পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যাপক আ.ন.ম. রফীকুর রহমান, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ সাইদুল হক, ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ শফিউল আলম ভূঁইয়া, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক ও জনাব মুহাম্মাদ আতহার উদ্দীন।

সম্মানিত আলোচকদের পরামর্শের ভিত্তিতে বিজ্ঞ প্রবন্ধকার তাঁর গবেষণাপত্রটি বিশেষভাবে পরিমার্জিত করে নেন।

আমাদের দেশে ফাত্ওয়া বিষয়ে বড়ো রকমের বিভ্রান্তি রয়েছে। সেহেতু বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার এটি মুদ্রনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সম্মানিত পাঠকদের নিকট গবেষণাপত্রটি তুলে ধরতে পেরে আমরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের শুকরিয়া আদায় করছি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। ভূমিকা ॥ ৬
২। ফাত্ওয়া শব্দের ব্যবহার ॥ ৬
৩। ফাত্ওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ ॥ ৭
৪। ফাত্ওয়া শব্দের পারিভাষিক অর্থ ॥ ৯
৫। ফাত্ওয়া প্রদানে পূর্বসূরীদের সতর্কতা ॥ ১০
৬। ফাত্ওয়ার ইতিবৃত্ত ॥ ১৫
৭। সাহাবা কিরাম (রা)-এর যুগে ফাত্ওয়া ॥ ১৭
৮। তাবে'য়ীদের যুগে ফাত্ওয়া ॥ ১৮
৯। ফাত্ওয়ার হুকুম ॥ ২১
১০। ফাত্ওয়ার মর্যাদা ॥ ২৩
১১। জ্ঞান ছাড়া ফাত্ওয়া প্রদান ॥ ২৪
১২। ফাত্ওয়ার ভিত্তি ॥ ২৬
১৩। ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা ॥ ২৭
১৪। মুফতী নিয়োগ ॥ ৩২
১৫। ফাত্ওয়া প্রদানের আদবসমূহ ॥ ৩৪
১৬। ফাত্ওয়া প্রার্থীর করণীয় ॥ ৩৮
১৭। মুফতী বনাম বিচারক ॥ ৪০
১৮। ফাত্ওয়ার ভাষা ও লেখার নিয়ম ॥ ৪১
১৯। ভুল ফাত্ওয়া ॥ ৪৩
২০। উপসংহার ॥ ৪৫

www.pathagar.com

ফাত্ওয়া : সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

ভূমিকা

ইসলামে ফাত্ওয়া প্রদানের যেমন গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে তেমনি ঝুঁকিও রয়েছে অপরিসীম, কেননা ফাত্ওয়া প্রদানকারী প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পক্ষ হতে দীন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করে থাকেন। হালাল-হারাম ব্যক্ত করেন, সেজন্য আমাদের পূর্ব সূরীরা সহজে ফাত্ওয়ার কাজে জড়িত হতে চাইতেন না। আবার ইল্ম গোপন করার আশংকা ও জবাবদিহিতার ভয়ে দূরেও থাকতে পারতেন না। ফাত্ওয়া প্রদানের কাজ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। তারপর প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তারপর সাহাবা কিরাম (রা), তাবে'য়ী ও তাবে তাবে'য়ীগণও করেছেন। কিয়ামাত পর্যন্ত এ কাজ চালু থাকবে। সুতরাং ইল্ম ও যোগ্যতা ছাড়া ফাত্ওয়া প্রদান কোন ক্রমেই বৈধ নয়। একদল যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলিমকে এ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে "ফাত্ওয়ার সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ফাত্ওয়া প্রদানের যোগ্যতা" সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ফাত্ওয়া শব্দের ব্যবহার

ফাত্ওয়া সংক্রান্ত চারটি শব্দ আরবী ও ইসলামী পরিভাষায় অধিক ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলো হলো : فَتْوى (ফাত্ওয়া), فُتْيَا (ফুত্ইয়া), إفتاء (ইফতা) ও اِسْتِفْتَاء (ইস্তিফ্তা)। এর মধ্যে ফাত্ওয়া শব্দটি দুইভাবে পড়া যায়। (ক) ফা-এর উপর যবর فَتْوى (ফাত্ওয়া), (খ) ফা- এর উপর পেশ فُتْيَا (ফুত্ইয়া)। তবে আরবী ভাষায় শব্দটি ফাত্ওয়া-এর চেয়ে ফুত্ইয়া হিসাবে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইব্ন মানযুর তাঁর অভিধান "লিসানুল আরব-এ উল্লেখ করেন :

www.pathagar.com

الفتوى والفتيا اسمان يوضعان من موضع الإفتاء إلا أن لفظة الفتيا اكثر استعمالاً فى كلام العرب من لفظة الفتوى'

ফাত্ওয়া এবং ফুত্ইয়া দু'টি বিশেষ্যকে ইফতা' শব্দের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তবে আরবী ভাষায় 'ফাত্ওয়া' শব্দের তুলনায় 'ফুত্ইয়া' শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১] হাদীসের প্রসিদ্ধ নয়টি কিতাবে মোট ৩০ বার ফুত্ইয়া হিসাবে শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।[২] ঐ সমস্ত কিতাবে কোথাও ফাত্ওয়া শব্দটির উল্লেখ নেই। তবে অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে উভয় শব্দ এক, উভয়ের ব্যবহার শুদ্ধ। এদের বহুবচন হলো فَتَاوى (ফাতাওয়া) এবং فَتَاوِىْ (ফাতাবি)।[৩]

ফাত্ওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ

ফাত্ওয়া এবং ফুত্ইয়ার শাব্দিক অর্থ হলো– রায়, মত, সিদ্ধান্ত।[৪] লিসানুল আরব অভিধানে বলা হয়েছে– ما أفتى به الفقيه ফাকীহ যা রায় দেন বা সিদ্ধান্ত দেন।[৫] মুফরাদাতুল কুরআন অভিধানে বলা হয়েছে, الفتيا والفتوى:الجواب عمايشكل من الأحكام অর্থাৎ ফাত্ওয়া ও ফুত্ইয়া হলো বিধি বিধানের জটিল প্রশ্নের উত্তর। মু'জামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে, الجواب عمايشكل من المسائل الشرعية أو القانونية الفتوى: অর্থাৎ ফাত্ওয়া হলো ইসলামী বিধি বিধান অথবা আইন কানুনের জটিল মাসয়ালার উত্তর। ইফতার অর্থ হলো ফাত্ওয়া প্রদান করা এবং ইসতিফতার অর্থ হলো ফাত্ওয়া চাওয়া। সে অনুযায়ী যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেন তাকে মুফতী বলা হয় আর যিনি ফাত্ওয়া চান তাকে মুসতাফ্তী বলা হয়। ফাত্ওয়া শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন : শব্দটি اَلْفُتُوَّةُ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো বদান্যতা,

---

১. ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লুবনান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০।

২. সহীহ মুসলিমে ৪ বার, মুসনাদ আহমাদে ১২ বার, সুনানু আবু দাউদে ৩ বার, সুনানু নাসায়ীতে ২ বার, সুনানু ইবনে মা'জাতে ২ বার ও সুনানুদ দারেমীতে ৭ বার এসেছে।

৩. আহমাদ বিন মুহাম্মদ আল ফাইয়্যুমী, আল মিছবাহুল মুনীর, মাকতাবাতু লুবনান, বৈরুত, ১৯৮৭, (ফাত্ওয়া শব্দ)।

৪. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৫৪৮।

৫. ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০।

www.pathagar.com

মহানুভবতা ও মহত্ত্ব। অতএব, ফাত্ওয়াকে ফাত্ওয়া এজন্য বলা হয়, ফাত্ওয়া প্রদানকারী অর্থাৎ মুফতী তাঁর নিজ বদান্যতা ও মহানুভবতা দ্বারা কোন দীনী সমস্যার সমাধান করে দেন। আবার অন্যরা বলেছেন যে, ফাত্ওয়া শব্দটি فَتِيَ শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো দৃঢ়তা, শক্তি ও অটল থাকা। এ ক্ষেত্রে ফাত্ওয়াকে ফাত্ওয়া এজন্য বলা হয় যে, মুফতী তাঁর দলীল-প্রমাণাদির মাধ্যমে মাসয়ালাটিকে শক্তিশালী করেন। দৃঢ়তার পর্যায়ে নিয়ে যান।[৬]

সুতরাং ফাত্ওয়া, ফুত্ইয়া ও ইফতার শাব্দিক অর্থ হলো : কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বিরাজমান অস্পষ্টতা দূর করা ইত্যাদি। তা ইসলামী শারী'য়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কিত হতে পারে, অথবা শারী'য়াত বহির্ভূত বিষয়াদিও হতে পারে। যেমন পবিত্র আল্ কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে,

(يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ) "তারা আপনার নিকট ফাত্ওয়া চায়, অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' (পিতৃহীন ও নিঃসন্তান) এর মীরাছ (অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি) সম্পর্কে ফাত্ওয়া (সুস্পষ্ট নির্দেশ) বলে দিচ্ছেন।"[৭]

অন্য আরেক আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে,

يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ

"তারা আপনার নিকট নারীদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া (সুস্পষ্ট নির্দেশ) দিচ্ছেন।"[৮]

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ফাত্ওয়া প্রদানের বিষয়টি দীন ইসলাম সংক্রান্ত বিষয়ে জানার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, অপরদিকে শারী'য়াত বহির্ভূত বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর জানার দৃষ্টান্ত, যেমন পবিত্র আল্ কুরআনে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে যে,

---

৬. মুহাম্মাদ আমিন বিন উমার ইবনে আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার, আলাদ্ দুররিল মুখতার, দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল্ আরাবী, বৈরূত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭২।
৭. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১৭৬।
৮. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১২৭।

www.pathagar.com

يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী তাদের খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী, এ সম্পর্কে আপনি আমাদেরকে ফাত্ওয়া (পথ-নির্দেশ) দিন।[৯] আল্-কুরআনের অন্য এক জায়গায় সাবার সম্রাজ্ঞী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِيْ فِيْ أَمْرِيْ مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ

(বিলকিস বললো), "হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে ফাত্ওয়া (পরামর্শ) দিন। আপনাদের সাথে পরামর্শ না করে কোন কাজে আমি ফায়সালা গ্রহণ করি না"।[১০].

উপরোক্ত উভয় আয়াতে ফাত্ওয়া শব্দটি শারী'য়াতের বহির্ভূত বিষয়ের প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ১ম আয়াতে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে, শারী'য়াতের কোন মাসয়ালা জানার জন্য প্রশ্ন করা হয় নি। তদরুপ ২য় আয়াতে বিলকিস সম্রাজ্ঞী তাঁর পারিষদবর্গের নিকট স্বীয় কাজের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছেন। শারী'য়াতের কোন বিধান সম্পর্কে জানতে চান নি।

ফাত্ওয়া শব্দের পারিভাষিক অর্থ

ফাত্ওয়া শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো দীন ইসলাম সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া।[১১] যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন :

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

"তারা আপনার নিকট ফাতওয়া চায়। অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ'-এর মীরাছ সম্পর্কে ফাত্ওয়া (সুস্পষ্ট নির্দেশ) দিচ্ছেন।"[১২]

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন :

---

৯. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং- ৪৬।
১০. সূরা আন্ নামল্, আয়াত নং-৩২।
১১. মুফতী মোঃ তাকী ওসমানী, উসূলুল ইফতা, মাকতাবাতু শায়খুল ইসলাম, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১১।
১২. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১৭৬।

www.pathagar.com

يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ

"তারা আপনার নিকট নারীদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া চায়, আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া (সুস্পষ্ট নির্দেশ) দিচ্ছেন।"[১৩]

পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দ সম্বলিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। নিম্নে দু'টি হাদীস বর্ণনা করা হলো। তিনি ইরশাদ করেন :

(ألبِرُّما اطمأَنَّ إليه النَّفس واطمأَنَّ إليه القلب، والإثم ما حاكَ فِى النَّفسِ، وتردَّد فى الصَّدْرِ، وإن أفتاكَ النَّاس وأفتوكَ)

'পুণ্য হলো যাতে আত্মা ও অন্তর প্রশান্তি লাভ করে আর পাপ হলো যাতে অন্তরে খটকা লাগে এবং দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যদিও লোকেরা তোমাকেই (আত্মিক প্রশান্তির বিপক্ষে) রায় প্রদান করে এবং তোমার জন্য জায়েজ করে দেয়।"[১৪]

তিনি আরো বলেন :

أجرؤكم عَلَى الفتيا أجرؤكم عَلى النَّار

"যিনি ফাত্ওয়া প্রদানে দুঃসাহস দেখান তিনি যেন জাহান্নামে যেতে দুঃসাহস দেখান।[১৫]

উপরে পারিভাষিক অর্থে দীন ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, এর দ্বারা দীন ইসলাম সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় চলে আসে, মুয়ামালাত (লেন-দেন), মুয়াশারাত (জীবন-যাপন), শারী'য়াত (বিধি-বিধান), আকাইদ (ধর্মীয় বিশ্বাস) ইত্যাদি বুঝায়।

ফাত্ওয়া প্রদানে পূর্বসূরীদের সতর্কতা

রিয়াদুস সালেহীন নামক কিতাবের লেখক ইমাম মুহিউদ্দিন আন্ নাবাবী (৬৩১-৬৭৬খৃ.) উল্লেখ করেন :

---

১৩. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১২৭।

১৪. ইমাম আহমাদ বিন্ হাম্বল, মুসনাদ আহমাদ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা, ১৯৪।

১৫. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান আদ্ দারিমী, সুনানুদ-দারিমী, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১৪০৭ হি., খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৩।

www.pathagar.com

اعلم ان الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتى وارث الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وقائم بفرض الكفاية، ولكنه فى معرض للخطاء.

ফাত্ওয়া প্রদান অতীব মর্যাদা, কৃতিত্ব ও ঝুঁকির কাজ। কেননা ফাত্ওয়া প্রদানকারী নবীকুলের (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহিম ওয়া সালামুহু) উত্তরসূরী, ফারযে কিফায়াহ সম্পাদনকারী। কিন্তু তিনি ভুল-ভ্রান্তিরও সম্মুখীন হন।[১৬] আমাদের পূর্বসূরীরা ফাত্ওয়া প্রদানে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। ভয় করতেন, সহজে ফাত্ওয়া দিতে চাইতেন না, কেননা ফাত্ওয়া প্রদানকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করে থাকেন। দীন দুনিয়ার বিষয়াদি তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণনা করেন। ইল্ম ছাড়া আল্লাহর উপর কোন কথা আরোপ করার ক্ষেত্রে পবিত্র আল্-কুরআনে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেন :

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطَانًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ)

'আপনি বলে দিন : নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন। আরো হারাম করেছেন গুনাহর কাজ, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে এমন কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না'।[১৭] সেজন্য সাহাবা কিরাম (রা) ও তাবে'য়ীগণ ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করতেন না, বরং তা থেকে দূরে থাকতেন। প্রখ্যাত তাবে'য়ী ইমাম আবদুর রহমান বিন্ আবি লায়লা আল্ কূফী (মৃত্যু ৮২ হিঃ) উল্লেখ করেন : 'আমি আনসারদের মধ্য হতে ১২০ জন সাহাবীকে পেয়েছি, যদি তাঁদেরকে কোন প্রশ্ন করা হতো তখন তাঁরা অন্যের কাছে যেতে বলতেন। এভাবে প্রশ্নকারীকে ঘুরে ঘুরে প্রথম জনের কাছে ফিরে আসতে হতো।'[১৮]

---

১৬. হাফিয ইয়াহইয়া বিন্ শারাফ আন নাবাবী, আল মাজমু' মিন্ শারহিল মুহায্যাব, দারুল ফিক্র, বৈরুত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৭।

১৭. সূরা আল্-আরাফ, আয়াত নং- ৩৩।

১৮. আল হাফিয আবু বাকর আহমাদ আল খাতীব আল্ বাগদাদী, আল্ ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ; দারুল কুতুব আল্ ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ১৩৪৯ হিজরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২।

www.pathagar.com

অন্য এক রিওয়ায়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কোন হাদীস বর্ণনা করতে চাইলে তিনি ইচ্ছা করতেন যে, অন্য কেউ তাঁর পক্ষে এই কাজটি করে দিক।'[১৯]

এ প্রসংগে আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা) ও আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, (من أفتي عَلى كُلِّ ما يسألُ فَهو مجنونٌ) যে ব্যক্তি প্রতিটি জিজ্ঞাসার ফাত্ওয়া প্রদান করে সে হলো একজন উন্মাদ।[২০] ইমাম শা'বী, ইমাম হাসান ইবন আবুল হাসান আল্ বাসরী ও ইমাম উসমান ইব্ন আসেম ইব্ন হাসিন আল্ কুফি উল্লেখ করেন :

(إنَّ أحدكم ليفتي فِي المسألة، ولووردت عَلى عمرِبنِ الخطّابِ لجمع لها أهل بدرٍ)

'তোমাদের যে কেউ যে কোন মাসয়ালার ফাত্ওয়া দিতে চায়, অথচ যদি হযরত উমার (রা)-এর নিকটে কোন মাসয়ালা উত্থাপিত হতো তখন তিনি নিজে উত্তর না দিয়ে এর জন্য বদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সাহাবীদের একত্রিত করতেন, যেন তাঁরাই মাসয়ালাটির উত্তর প্রদান করেন'।[২১] ইমাম সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ আল্ কুফি উল্লেখ করেন :

(أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً) 'যাদের জ্ঞান অপরিপক্ক, একমাত্র তারাই ফাত্ওয়া প্রদানে দুঃসাহস দেখায়'।[২২]

এ প্রসংগে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন :

لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت يكون لهم المهنأ وعليَّ الوزر.

'যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ার ভয় না হতো তাহলে আমি ফাত্ওয়া প্রদান করতাম না। কেননা প্রশ্নকারীগণ বিনা পরিশ্রমে উত্তর পেয়ে গেলেও উত্তর প্রদানের দায়ভার আমার উপরই রয়ে যায়।'[২৩]

ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) কে একটি মাসয়ালা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার উত্তর দেন নি। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি যখন জানবো চুপ থাকার মধ্যে না কি বেশি বেশি উত্তর দেওয়ার মধ্যে সাওয়াব হয়,

---

১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৪৩৩।
২০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৪৩২-৪৩৩।
২১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩৪।
২২. আল্ খাতীব আল্ বাগদাদী, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৬৮।
২৩. মুফতি মুজাফফার হোসেন, উকুদু রাসমিল মুফতি, দেওবন্দ লাইব্রেরী, ১৪২১ হিজরী, পৃষ্ঠা- ৬।

www.pathagar.com

তখনই আমি উত্তর দেব'।[২৪] এমনিভাবে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল সম্পর্কে জানা যায়, তিনি অধিকাংশ সময়ে প্রশ্নের উত্তরে 'আমি জানি না' বলতেন। আসরাম (রহ) (মৃত্যু ২৭৩ হিঃ) উল্লেখ করেন : سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يكثر أن يقول لا أدرى 'আমি ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বলকে অধিকাংশ সময় মাসয়ালা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে لاَ أدرِى (আমি জানি না) বলতে শুনেছি'।[২৫]

হায়সাম ইব্‌ন জামিল (রহঃ) উল্লেখ করেন :

شهدت مالكا، سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال اثنين وثلاثين منها لا أدرى

'আমি ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ) কে দেখেছি যে, তাঁকে ৪৮টি মায়সালা জিজ্ঞাসা করা হলে তন্মধ্যে ৩২টি মাসয়ালার উত্তর প্রদানে لاأدرى (আমি জানি না) বলেছেন'।[২৬] অনুরূপভাবে ইমাম মালিক (রহঃ) সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة، فلايجيب فى واحدة منها، وكان يقول : من أجاب فى مسألة فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه، ثم يجيب. وسُئل مالك عن مسألة،فقال لاأدرى، فقيل : هى مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال : ليس فى العلم شيئ خفيف.

ইমাম মালিক (রহ)কে কখনো পঞ্চাশটি মায়সালা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি একটি মাসয়ালারও উত্তর দেন নি। বরং বলেন : 'যে ব্যক্তি কোন মাসয়ালার উত্তর দিতে চায়, সে যেন প্রথমে নিজেকে জান্নাত ও জাহান্নামের সামনে পেশ করে এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের পথ বের করে নেয়, অতঃপর উত্তর প্রদান করে।' এভাবে আরেক দিন ইমাম মালিক (রহ.) কে একটি মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি 'আমি জানিনা' বললেন। অতঃপর তাকে বলা হলো, এতো সহজ মাসয়ালা ছিল। এ কথা শুনে তিনি রেগে গেলেন এবং বললেন, 'জ্ঞানের ভেতর সহজ বলতে কিছুই নেই।'[২৭]

তাবে'য়ীদের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই তাঁদের

---

২৪. ইবন হামাদান, আহমাদ বিন হামাদান আন্ নিমরী, ছিফাতুল ফাতওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত, ১৩৭৭ হিজরী, পৃষ্ঠা-৬।

২৫. ইবন হামাদান, ছিফাতুল ফাত্ওয়া, পৃষ্ঠা-৮।

২৬. আল্ হাইসাম বিন জামিল, মুখতাছারু ইবনুল হাজিব, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ২৯০।

২৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

অধিকাংশই হাদীস বর্ণনা ও সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। খুব কম সংখ্যক তাবে'য়ী ফাত্ওয়া প্রদানের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁরা পবিত্র আল-কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এমন বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কথা বলতেন না। ছোট খাটো মাসয়ালার ক্ষেত্রেও কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। কারণ হলো নিজস্ব মতামত দ্বারা কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দিতে ভয় পেতেন। তবে যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুরই সমাধান দিতে চেষ্টা করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মু'য়ায ইব্ন জাবাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকেই বেশি স্মরণ করতেন। মু'য়ায ইব্ন জাবাল বর্ণনা করেন,

(عن وهب بِن عمرو الجمحى أن النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : لا تعجلوا بِالبلِيَّةِ قبل نزولها لاينفكُّ المسلمون وفيهم اذا هى نزلت من إذا قال : وفِّقَ وَسدِّدَ و إنَّكم إن تعجلوها تختلف بِكم الأهواء، فتأخذوا هكذا، وأشار بينَ يديه وعن يمينه وعن شماله)

'ওয়াহাব বিন আমর আল্ জুমাহী (রা) বর্ণনা করেন : প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : তোমরা সমস্যা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সমাধানে তরান্বিত হয়ো না, কেননা, তা মুসলিমদেরকে রক্ষা করতে পারে না। এবং যখন সমস্যা আবর্তিত হয় তখন যে জিজ্ঞাসিত হলো সে আবদ্ধ হয়ে গেলো, আর যদি তোমরা সমস্যা সমাধানে তাড়াতাড়ি কর তাহলে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেবে, তখন তোমরা কেউ এটা কেউ ওটা গ্রহণ করবে। এবং তিনি দুই হাত দিয়ে ডান দিকে ও বাম দিকে ইঙ্গিত করলেন'।[২৮] এ ক্ষেত্রে তাঁরা উমার (রা), আলী (রা), আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এর উক্তি كراهية التكلم فيما لم ينزل (অর্থাৎ অনাগত বিষয়ে আলোচনা অপছন্দনীয়) মনে রেখে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফাত্ওয়া প্রদান করতেন না। অযথা সিদ্ধান্ত দিতেন না।[২৯]

উপরের আলোচনায় আমরা যে বিষয়াদি উপলব্ধি করেছি, তা হলো আমাদের পূর্বসূরীরা, সম্মানিত সাহাবা কিরাম, তাবে'য়ীগণ ও ইমামগণ সহজে ফাত্ওয়া দিতে চাইতেন না। ফাত্ওয়া দিতে ভয় পেতেন। শুধু ইল্ম হারিয়ে যাওয়ার

---

২৮. ইমাম আদ দারেমী, সুনানুদ দারেমী, খণ্ড :১, পৃষ্ঠা- ৪৬,৫২।
২৯. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, হুজ্জাতিল্লাহিল বালেগা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৪৭।

www.pathagar.com

আশংকায় এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভয়ে প্রয়োজন মাফিক যতটুকুর প্রয়োজন ততটুকুরই ফাত্ওয়া প্রদান করতেন। আর কোন কিছু জানা না থাকলে সরাসরি 'আমি জানি না' বলে উত্তর দিয়ে দিতেন।

ফাত্ওয়ার ইতিবৃত্ত

ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ফাত্ওয়া প্রদানের প্রথা চলে আসছে। সর্বপ্রথম যিনি এ প্রথা চালু করেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বাণীর মাধ্যমে ফাত্ওয়া প্রদানের অধিকারী হন।

আল্লাহ ইরশাদ করেন : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوْ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحى)

'তিনি মন গড়া কথা বলেন না। যা বলেন তা তাঁর কাছে নাযিলকৃত ওহী ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৩০]

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন : (يَسْتَفْتُوْنَكَ فِيْ النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُمْ فِيْهِنَّ)

'তারা আপনার নিকট নারীদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বলে দিচ্ছেন'।[৩১]

অন্য আরেক জায়গায় আল্লাহ ইরশাদ করেন :

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيَكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ

'তারা আপনার কাছে ফাত্ওয়া জানতে চায়, অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' (পিতৃহীন ও নিঃসন্তান) এর মীরাস সংক্রান্ত ফাত্ওয়া দিচ্ছেন'।[৩২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সেই ফাত্ওয়াগুলোই হলো ইসলামী বিধি-বিধানের অন্যতম মূল উৎস। পবিত্র আল্ কুরআনের পর সেগুলিই ইসলামী শারী'য়াতের মূল উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সাহাবা কিরাম এগুলোকে মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। যা পরবর্তীকালে হাদীস

---

৩০. সূরা আন নাজ্ম, আয়াত নং- ৩, ৪।
৩১. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১২৭।
৩২. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১৭৬।

www.pathagar.com

সংকলনের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে তিনি ছাড়া আর কেউ ফাত্ওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন না।[৩৩] তবে তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা)কে ফাত্ওয়া প্রদান ও বিচার কার্য পরিচালনার অনুমতি দিয়ে দূরবর্তী বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেন। যেমন মু'য়ায ইব্ন জাবাল (রা)কে হিজরী দশম সালে বিচারক হিসাবে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তাঁকে সেই প্রখ্যাত হাদীসের মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ব ও ফাত্ওয়া দানের বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন। ইরশাদ হচ্ছে–

(وقد قال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمعاذ بن جبلٍ رضى الله عنه : كيف تقضى قال : أقضى بما فى كتابِ الله، قال : فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال فبسنَّة رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : فإن لم يكن فى سنَّة رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال : أجتهِد رَأيِي، فقال الحمد لله الَّذى وفَّق رسول رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)

'প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মু'য়ায ইব্ন জাবাল (রা)কে ইয়ামানে শাসক হিসাবে নিযুক্ত করেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি সেখানে কিভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবে যে সমস্ত বিধান আছে তার মাধ্যমে ফায়সালা করবো। তখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : যদি তুমি তা আল্লাহর কিতাবে না পাও? মু'য়ায ইব্ন জাবাল (রা) বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত দ্বারা ফায়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : তা যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতে না থাকে? তখন মু'য়ায (রা) বললেন : আমি তখন ইজতিহাদ দ্বারা মত স্থির করবো। (অর্থাৎ দীনী বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক প্রচেষ্টা চালাবো।) তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন : সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর যিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনোনীত প্রতিনিধিকে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়েছেন'।[৩৪]

---

৩৩. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭ ও ৮।।

৩৪. ইমাম আত্ তিরমিযি, সুনানুত তিরমিযী খণ্ড-৩, হাদীস নং- ৬০৭।

www.pathagar.com

এ প্রসংগে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাযী শুরাইহ (রহ) কে বললেন :

"ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه فإن لم يستبن لك فى كتاب الله

فمن السنة، فإن لم تجده فى السنة فاجتهد رأيك."

'যদি আল্লাহর কিতাবে তোমার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে ঐ বিষয়ে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না। আর যদি আল্লাহর কিতাবে সে বিষয়টি স্পষ্ট না হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত থেকে মীমাংসার চেষ্টা করবে, আর যদি সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতে না পাও তাহলে তোমার মতামত দিয়ে ইজতিহাদ করবে'।[৩৮]

উপরোক্ত হাদীস ও উমার (রা)-এর বাণীতে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা ও ফায়সালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি পবিত্র আল-কুরআন ও আল-হাদীস থেকে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া না যায় তখন পবিত্র আল-কুরআন ও আল-হাদীসের ওপর গবেষণা করে তথা ইজতিহাদ করে বিচার কার্য পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর বিচার কার্য পরিচালনার আরেকটি মাধ্যম হলো ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। অতএব, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে ফাত্ওয়া প্রদানে উদ্যোগী হবে তাঁকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ অনুসরণ করতে হবে।

সাহাবা কিরাম (রা)-এর যুগে ফাত্ওয়া

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর সাহাবা কিরামের (রা) উপর ন্যস্ত হয়। সাহাবা কিরামের (রা) মধ্যে যাঁরা ফাত্ওয়া প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে ১৩০ জনেরও বেশি। তাঁদের মধ্যে যে সাত জন সাহাবা কিরাম (রা) অধিক ফাত্ওয়া প্রদান করেন তাঁরা হলেন : উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা), আলী ইব্ন আবি তালিব (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দিকা (রা), যায়েদ বিন সাবিত (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)। তাঁদের সকলেই এতো বেশি সংখ্যক ফাত্ওয়া

---

৩৮. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৭।

www.pathagar.com

প্রদান করেছেন যে, তা একত্রিত করা হলে বিশাল পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়ে যেতো।[৩৬] আব্বাসী যুগের খালীফা মামুনুর রশীদের নাতি প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আবু বাকর মুহাম্মাদ বিন মূসা (রহঃ) পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ফাত্‌ওয়াগুলোকে বিশটি বইতে একত্রিত করেন।[৩৭]

ফাত্‌ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহাবা কিরামের (রা) মধ্যে যাঁরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : আবু বাকর (রা), উম্মু সালামা (রা), আনাস বিন্ মালিক (রা), আবু হুরাইরা (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস্ (রা), আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা), আবু মূসা আল আশয়ারী (রা), সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা), সালমান ফারসী (রা), জাবির (রা), মু'য়ায ইব্‌ন জাবাল্ (রা), তাল্‌হা (রা), যুবায়ের (রা), আবদুর রহমান ইব্‌ন্ আউফ (রা), ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা), আবু বাকরাহ (রা), উবাদা বিন সামিত (রা) এবং মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবি সুফিয়ান (রা) প্রমুখ।

সাহাবা কিরাম (রা)-এর মধ্য হতে যাঁরা অল্পসংখ্যক ফাত্‌ওয়া প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : আবুদ্ দারদা (রা), আবুল ইয়াসার (রা), আবু সালামা আল্ মাখযুমী (রা), আবু উবাইদা ইব্‌নুল জাররাহ (রা), সাঈদ বিন যায়িদ (রা), হাসান (রা), হুসাইন (রা), নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা), আবু মাসউদ (রা), উবাই বিন কা'ব (রা), আবু আইউব (রা), আবু তালহা (রা), আবু যার আল গিফারী (রা), উম্মু আতিয়্যাহ (রা), সাফিয়া (রা), হাফসা (রা), উম্মু হাবিবাহ (রা), উসামাহ বিন্ যায়িদ (রা), জাফর ইব্‌ন্ আবি তালিব (রা) ও বারা ইব্‌ন্ আযিব (রা) প্রমুখ।[৩৮]

তাবে'য়ীদের যুগে ফাত্‌ওয়া

সাহাবা কিরাম (রা)-এর পর তাবে'য়ীগণ ফাত্‌ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। যদিও তাঁরা মুসলিমদের দ্বারা বিজিত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় অধিকাংশ তাবে'য়ী পণ্ডিত হাদীস বর্ণনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, খুব কম সংখ্যক তাবে'য়ী পণ্ডিত ফাত্‌ওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা পবিত্র আল্-কুরআন ও আল-হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এমন

---

৩৬. মুফতী মোঃ তাকী ওসমানী, উসূলুল ইফতা, পৃষ্ঠা-২৩।
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৫।
৩৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬।

www.pathagar.com

বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে কথা বলতেন না। ছোট-খাটো মাসয়ালা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। কারণ হলো কিয়াস[৩৯] ও নিজস্ব মতামত দ্বারা কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া দিতে তাঁরা ভয় পেতেন। তবে যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুরই সমাধান দিতে চেষ্টা করতেন। তাঁদের প্রধান চিন্তা ভাবনা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস সংকলন নিয়ে। এরপরেও দেখা যায়, তাবে'য়ী যুগে ফিকহ্ শাস্ত্র ও ফাত্ওয়ার কাজগুলো পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত ছিল। যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং পরবর্তী সাহাবা কিরামের (রা) যুগেও ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের দীর্ঘকাল পরে তাবে'য়ীদের যুগে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে ইসলামী শারী'য়াতের আরকান, আহকাম, শর্তসমূহ ও অন্যান্য আদবসমূহ পৃথক আকারে সুবিন্যস্ত হয়। এর ফলে কোনটি ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত এবং কোনটি মুস্তাহাব ইত্যাদি বের করা সহজ হয়। পক্ষান্তরে সাহাবা কিরাম (রা) কোন প্রকার ব্যাখ্যা ও আলোচনা ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে তথা সুন্নাতকে গ্রহণ করেছেন। হুকুম আহকামকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। যেমন– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওযু করেছেন, আর সাহাবা কিরাম (রা) তা লক্ষ্য করেছেন। অতঃপর কোনটি ওযুর ফরয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত ও কোনটি মুস্তাহাব এগুলো পার্থক্য না করেই হুবহু তাঁর মত আমল করেছেন। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তাঁর জীবদ্দশায় ওযুর ফরয কয়টি, ওয়াজিব কয়টি ও কয়টি সুন্নাত ইত্যাদি বর্ণনা করে যান নি। এ সমস্ত পার্থক্য তাবে'য়ীদের যুগেই সম্পাদিত হয়। তদরূপ হাজ্জের বিষয়টিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে হাজ্জ করেছেন, সাহাবা কিরামও তাঁকে অনুসরণ করে হুবহু সেভাবে হাজ্জ আদায় করেছেন। হাজ্জের কোনটি ফারয, কোনটি ওয়াজিব, কোনটি সুন্নাত ও কোনটি মুস্তাহাব তা নির্ণয়ে সচেষ্ট হন নি। পরবর্তীকালে এগুলোর পার্থক্য নির্ণয় হয়।[৪০]

---

৩৯. কিয়াস এর আভিধানিক অর্থ হলো অনুমান করা। পারিভাষিক অর্থ হলো আল কুরআন এবং আল হাদীসের কোন হুকুমের সাথে তুলনা করে অথবা অনুমান করে হুকুম দেওয়া।

৪০. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ১৪৭।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

(مارأيت قومًا خيرًا من أصحابِ محمَّد صلّى الله عليه وسلّم ما سألوه إلاّ عن اثنتي عشرة مسألة كلّها في القرآن)

'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবাদের চেয়ে উত্তম মানবগোষ্ঠী আর দেখিনি। তাঁরা শুধু বারটি বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন। যার সবগুলো পবিত্র আলকুরআনে রয়েছে।'[৪১]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাবে'য়ী পণ্ডিতগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন, একদল শুধু হাদীস সংকলন ও বর্ণনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। অপর দল হাদীস বর্ণনার সাথে ফাত্‌ওয়ার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। এবং তাঁরা মুসলিমদের দ্বারা বিজিত বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো। মাদীনা মুনাওয়ারাতে তাবে'য়ীদের প্রথম পর্যায়ের যাঁরা ফাত্‌ওয়া প্রদান করতেন, তাঁরা হলেন : সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (রহঃ), আবু সালামাহ বিন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রহঃ), উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), উবায়দুল্লাহ (রহঃ), কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রহঃ), সুলাইমান ইব্‌ন ইয়াসার (রহঃ), এবং খারেজা ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ)। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন ইমাম যুহরী (রহঃ), কাযি ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রহঃ) এবং রাবিয়া ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রমুখ।

মক্কা নগরীতে উল্লেখযোগ্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন : আতা ইব্‌ন আবি রাবাহ (রহঃ), (মৃত্যু ১১৪ হি.), আলী ইব্‌ন আবি তালহা (রহঃ) এবং আবদুল মালিক ইব্‌ন জুরাঈজ (রহঃ) (মৃত্যু : ১৫০ হিঃ)।

কূফা নগরীতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন : ইবরাহীম আল নাখয়ী (রহঃ) (মৃত্যু ৯৬ হিঃ), আমের ইব্‌ন শারাহীল (রহঃ), আশ শা'বী (রহঃ), আলকামা ইব্‌ন কায়েস আন্ নাখয়ী (রহঃ), (মৃত্যুঃ ৬২ হি.), আল আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াজিদ আন্ নাখ্য়ী (রহঃ) (মৃত্যু : ৯৫ হি.), মুররাহ ইব্‌ন শারাহীল আল হামাদানী (মৃত্যু : ৯০ হি.)।

---

৪১. জালালুদ্দিন আবদুর রহমান আস সুয়ূতী, আল ইতকান, দারুল কুতুব আল হাদীসা, বৈরুত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩১৫।

www.pathagar.com

বসরা নগরীতে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁরা হলেন : হাসান বসরী (রহঃ), আবুল আলিয়া রাফী ইবনে মাহরান (রহঃ), আবু শা'শা (রহঃ), জাবির ইব্‌ন ইয়াযিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহঃ) প্রমুখ।

ইয়ামানে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁরা হলেন : তাউস ইব্‌ন কাইসান (রহঃ), ওয়াহাব ইবন মুনাব্‌বিহ (রহঃ), ইয়াহইয়া ইব্‌ন কাসীর (রহঃ) প্রমুখ।

সিরিয়াতে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁরা হলেন : মাকতাল ইব্‌ন আবি মুসলিম আল্ হুযালী (মৃত্যু : ১১৩ হি.), আবু ইদরিস আল্ খাওলানী (রহঃ), শুরাহবিল ইব্‌ন আস্ সামাত্ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবি যাকারিয়া আল্ খুযায়ী (রহঃ), হাব্বান ইবনে উমাইয়্যা (রহঃ), সুলাইমান ইব্‌ন হাবিব আল মুহারেবী (রহঃ) এবং আল হারেস ইব্‌ন উবাই আয্‌যুবাইদি (রহঃ) প্রমুখ।

মিসরে যাঁরা উল্লেখযোগ্যরা ছিলেন তাঁরা হলেন : আবুল খাযে মুরশিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহঃ) এবং ইয়াযিদ ইব্‌ন আবি যাবিব (রহঃ) প্রমুখ।[৪২]

তাবে'য়ীদের অধিকাংশ ফাত্‌ওয়া মুওয়াত্তা, মুসনাদ ও সুনান কিতাব সমূহে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, যেমন ইমাম ইব্‌ন আবি শাইবা ও ইমাম আবদুর রাযযাকের রচনাবলী, ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আল হাসান আশ্ শাইবানির কিতাবুল আসার এবং ইমাম আত্ তাহাবীর শারহি মা'য়ানিল্ আসার ইত্যাদি।[৪৩]

ফাত্‌ওয়ার হুকুম

ফাত্‌ওয়ার হুকুম হলো ফারযে কিফায়াহ, ফারযে আইন নয়।[৪৪] কতিপয় মুসলিমের এ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। কেননা প্রতি নিয়ত মুসলিমদের সামনে দীনী বিধি-বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা হতে থাকে। যার জওয়াব দেওয়ার জন্য ফাত্‌ওয়া প্রদানে পারদর্শী একদল আলিমের নিয়োজিত থাকতে হবে, থাকা প্রয়োজন।

আল্লাহ ইরশাদ করেন :

(وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّه لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَه)

৪২. মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, উসূলুল ইফতা, পৃষ্ঠা-২৮-৩১।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১।

৪৪. ফারযে আইন হলো, এমন ফারয যা সকল আকেল বালেগ মুসলিমকে আদায় করতে হয়, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রামাদান মাসের রোযা ইত্যাদি। আর ফারযে কিফায়া হলো এমন ফারয্ যা কতিপয় মুসলিম আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। যেমন জানাযার নামায।

www.pathagar.com

'আর আল্লাহ্ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তোমরা তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না' ।[৪৫]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

(من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)

'যে ব্যক্তিকে কোন জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, অতঃপর সে ঐ জ্ঞানকে গোপন করলো, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের একটি লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে' ।[৪৬]

সুতরাং যারা আল কুরআন ও আল-হাদীস থেকে দলীল প্রমাণ উপস্থাপনে, বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে, সন্দেহ নিরসনে সামর্থ রাখেন, তাদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করতে হবে। আর এদেরকেই বলা হয় মুফতী। অতএব প্রত্যেক রাষ্ট্রের কতিপয় মুফতী নিয়োগ করা আবশ্যক, যাঁরা জনগণকে বিভিন্ন মাস্য়ালার সমাধান দেবেন, এবং জনগণও তাঁদের কাছেই প্রশ্নাদি তুলে ধরবেন। এক্ষেত্রে শাফে'য়ী মাযহাবের ইমামরা একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে মুফতী নিয়োগের মতামত ব্যক্ত করেন।[৪৭] যিনি অজ্ঞ, কোন সমস্যার হুকুম সম্পর্কে জানেন না, তাঁর উপর ওয়াজিব হলো জিজ্ঞাসা করা, কেননা শারী'য়াতের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে চলতে হবে। আর যদি তিনি না জেনে আমল করেন তাহলে হারামের সম্মুখীন হবেন। অথবা তাঁকে অপরিহার্য ইবাদাতটি পরিত্যাগ করতে হবে। সে জন্য ইমাম আল্ গাযালী বলেন : অজ্ঞ-মূর্খ লোকদেরকে অবশ্যই উলামা মাশায়েখদের দ্বারস্থ হতে হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কেননা এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে যে, অজ্ঞ লোকদেরকেও শারী'য়াতের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। অতএব উলামা মাশায়েখের কাছে জিজ্ঞাসা ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই। তাই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে সে অনুযায়ী আমল করা তাদের উপর ওয়াজিব।[৪৮]

ইমাম নাবাবী বলেন : যদি কোন মূর্খ লোক কোন সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন তাঁর উপর ওয়াজিব হলো সেই সমস্যার হুকুম সম্পর্কে জানা। অর্থাৎ সে সম্পর্কে

---

৪৫. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ১৮৭।

৪৬. ইমাম আত্ তিরমিযি, সুনানুত তিরমিযি, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৯।

৪৭. ইমাম শামসুদ্দিন মাহমুদ আল ইসফাহানী, শারহুল মিনহাজ, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ সৌদী আর, ১৪১০ হিজরী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৪।

৪৮. আল মুসতাসফা মিন ইলমিল উসুল, ইমাম আল্ গাযযালী, আল্ মাতবা আল আমিরিয়্যাহ, বোলাক, মিসর, ১৩২২ হিজরী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৪।

www.pathagar.com

ফাত্ওয়া চাওয়া। যদি তিনি তাঁর শহরে কোন মুফতী না পান তাহলে তাকে অন্য শহরে যেতে হবে সে সম্পর্কে জানার জন্য। আমাদের পূর্বসূরীরা শুধু একটি মাসয়ালা সমাধানের জন্য অনেক দিন-রাত সফরে কাটান।[৪৯]

ফাত্ওয়ার মর্যাদা

ফাত্ওয়া প্রদানের অনন্য মর্যাদা রয়েছে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ

'তারা আপনার নিকট নারীদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের (বিবাহ) সম্পর্কে ফাত্ওয়া দিচ্ছেন'।[৫০]

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ

'তারা আপনার নিকট ফাত্ওয়া জানতে চায়, অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে "কালালাহ্" এর মীরাছ সম্পর্কে ফাত্ওয়া দিচ্ছেন'।[৫১]

উপরোল্লিখিত দু'টি আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর জীবদ্দশায় এই দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ্ও তাঁকে এই ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

'আমি আপনার নিকট আল্ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সমস্ত বিষয় বর্ণনা করেন, যে গুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।'[৫২]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

---

৪৯. ইমাম নাবাবী, আল্ মাজমু', খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৫৪।
৫০. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১২৭।
৫১. সূরা আন্ নিসা, আয়াত নং- ১৭৬।
৫২. সূরা আন্ নাহল, আয়াত নং- ৪৪।

www.pathagar.com

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

অর্থাৎ 'কেন এরূপ হলো না যে, তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ হতে কিছু লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীনের জ্ঞান লাভ করত এবং ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদেরকে সাবধান করত, যেন তারা (অমুসলমানী আচরণ হতে) বিরত থাকতে পারে।'[৫৩]

সুতরাং ফাত্ওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতীরা হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি। তাঁর পরে সাহাবা কিরাম (রা) এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের পর উলামা মাশায়েখগণ এই দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে ফাত্ওয়া প্রদান আল্লাহর বিধানসমূহ বর্ণনার সমতুল্য। মুফতীগণ যেন আল্লাহর বক্তব্যকেই মানুষের কাছে বর্ণনা করেন, মনে হয় যেন তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন– তোমাকে এটা করতে হবে অথবা তোমাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। সেজন্য ইমাম আল্ কারাফী মুফতীকে আল্লাহর মুখপাত্রের সাথে তুলনা করেছেন। ইমাম ইব্নুল কাইয়্যেম মুফতীকে মন্ত্রীর সমমর্যাদায় স্থান দিয়ে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হতে স্বাক্ষর করে থাকেন বলে অভিমত করেছেন। তিনি আরো বলেন : যদি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর দান অনেক সম্মান ও মর্যাদার বিষয় হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষে স্বাক্ষর প্রদান করা আরো কতই না সম্মান ও মর্যাদার?[৫৪] ইমাম নাবাবী উল্লেখ করেন : 'মুফতীরা হলেন আল্লাহর পক্ষ হতে স্বাক্ষরকারী।'[৫৫]

জ্ঞান ছাড়া ফাত্ওয়া প্রদান

ফাত্ওয়া প্রদানকারীর যোগ্যতার প্রধান শর্ত হলো পবিত্র আল্ কুরআন ও আল হাদীসের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা। যে বিষয়ে জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে ফাত্ওয়া দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ, হারাম। কেননা এতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়। আর এটা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

---

৫৩. সূরা আত্ তাওবাহ, আয়াত নং- ১২২।
৫৪. ইবনুল কাইয়্যেম, ইলা'মুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০।
৫৫. ইমাম নাবাবী, মুকাদ্দামাতুল মাজমু, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭২।

www.pathagar.com

আল্লাহ ইরশাদ করেন :

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطَانَا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ)

'হে নবী আপনি বলে দিন : আমার পালনকর্তা নিশ্চয়ই অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন– যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। আরো হারাম করছেন গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।'[৫৬] উক্ত আয়াতে আল্লাহর প্রতি না জেনে কোন কথা আরোপ করাকে অশ্লীল বিষয়সমূহ, গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার ও শিরকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

(إن اللهَ لا يقبض العلم إنتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ؛ ولكـــن يقـــبض العلم بقبض العلماء؛ حتَّى إذا لم يبق عالم اتَّخذ النَّـــاس رؤوسًـــا جهـــالاً؛ فسئلوا؛ فأفتوا بغير علمٍ؛ فضلُّوا و أضلُّوا)

'নিশ্চয় আল্লাহ আলিমদের অন্তর থেকে জ্ঞানকে সম্পূর্ণ উঠিয়ে নেন না, তবে আলিমদের জান কবযের সাথে জ্ঞানকে তুলে নেন। যখন কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, মানুষ তখন জাহিলদেরকে নেতা হিসাবে মানবে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে, তারা ইল্‌ম ছাড়া ফাত্‌ওয়া দেবে। অতঃপর তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।"[৫৭]

এ কারণে পূর্বসূরীদেরকে দেখা যায় যদি কোন প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা না থাকতো তাহলে তাঁরা সরাসরি لا أدرى (জানি না) বলে দিতেন। যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অতএব যদি কোন মুফতীর কোন মাসয়ালার সমাধান না জানা থাকে তাহলে তাঁকে لا أدرى (জানি না) বলা উচিত, কেননা যদি কোন ফাত্‌ওয়া প্রার্থী প্রদত্ত ফাত্‌ওয়া অনুযায়ী কোন নিষিদ্ধ কাজ করে বসে অথবা কোন আবশ্যিক আমল ভুল পদ্ধতিতে করে তাহলে সমস্ত গুনাহ ফাত্‌ওয়া প্রদানকারীর

---

৫৬. সূরা আল আ'রাফ আয়াত নং- ৩৩।
৫৭. ইমাম আল বুখারী, ছহীহ আল্ বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৯৪।

www.pathagar.com

উপরে পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

(من أفتى بغير علم كان اثمه على من أفتاه)

'যদি কেউ ইলম ছাড়া ফাত্ওয়া দেয়, আর এতে যদি গুনাহ হয় তাহলে এর দায়-দায়িত্ব ফাত্ওয়া প্রদানকারীর উপরে পড়বে।'[৫৮]

ফাত্ওয়ার ভিত্তি

ইবন কুদামাহ সর্বসম্মত ঐকমত্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করেন যে, যিনি ফাত্ওয়া দেবেন তিনি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য দলীল দ্বারা ফাত্ওয়া দেবেন। দলীলের মধ্যে যেটা অগ্রাধিকারযোগ্য সেটাকে প্রথমে গ্রহণ করবেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে বাকিগুলোর আশ্রয় নেবেন। যেমন মুফতীকে প্রথমে আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন থেকে দলীল তালাশ করতে হবে। যদি তিনি সেখানে কোন প্রমাণ না পান তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহতে তালাশ করবেন। যদি সেখানেও কিছু না পান তাহলে ইজমা'র দলীলের দিকে যেতে হবে। যে সকল দলীলে মতভেদ রয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদ করবেন। তাঁর ইজতিহাদে যে দলীল সঠিক বলে মনে হবে সেটা দ্বারাই ফাত্ওয়া দেবেন। যদি তাঁর সামনে বিভিন্ন দলীল উপস্থিত হয় তাহলে যেটা অগ্রাধিকার যোগ্য এবং শক্তিশালী সেটা দ্বারাই ফাত্ওয়া দেবেন। তিনি আরো বলেন : যে কোন মুজতাহিদের মতানুযায়ী তাঁর ফাত্ওয়া দেওয়ার অধিকার নেই, যতক্ষণ না তাঁর ইজতিহাদ সেটাকে সঠিক মনে করে। যে দলীল দুর্বল বা যা অগ্রাধিকারযোগ্য নয় তা দ্বারা ফাত্ওয়া দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই।[৫৯] সেভাবে যিনি মুকাল্লিদ (কোন মাযহাবের অনুসারী) তিনিও ফাত্ওয়া দিতে পারেন। তিনি ফাত্ওয়া দেবেন মুজতাহিদদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে যেটা তাঁর জন্য সত্য উদঘাটনে ও ব্যাখ্যা দানে সহজ হয় সেটা দ্বারা। এক্ষেত্রে কে বড় আলিম কে বেশি জানেন কে সবচেয়ে ভাল তালাশ করা তাঁর প্রয়োজন নেই। তবে যে সকল মাসয়ালায় মতভেদ রয়েছে সেখানে যেটা বেশি সঠিক বলে মনে হবে, অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মনে হবে, সেটাই গ্রহণ করতে হবে। সেটা দ্বারা ফাত্ওয়া দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে

---

৫৮. ইমাম আল্ হাকিম, আল্ মুছতাদরাক, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ১২৬।

৫৯. ইবন কুদামাহ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, রাওদাতুন নাযির ওয়া জুন্নাতুল মুনাযির, জামিয়া ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ, রিয়াদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪৩৮।

www.pathagar.com

ইমাম নাবাবী বলেন : 'কোন মুফতী ও আমলকারীর জন্য উচিৎ হবে না কোন মাসয়ালার একাধিক মতের মধ্যে যেটা খুশি সেটা দ্বারা ফাত্ওয়া দেওয়া বা আমল করা বরং যেটা অগ্রাধিকারযোগ্য সেটা দ্বারাই ফাত্ওয়া দেবেন এবং আমল করবেন।'[৬০]

যদি কোন মুফতী তাঁর ফাত্ওয়ার দলীল হাদীস থেকে নেন তাহলে অবশ্য তাঁকে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে হবে। যদি তিনি হাদীসবিশারদ হন তাহলে তিনি নিজেই এর বিশুদ্ধতা নিরুপণ করবেন। আর যদি হাদীসবিশারদ না হন তাহলে অন্যের শরণাপন্ন হবেন। আর যদি কোন মুজতাহিদের কথার ওপর ভিত্তি করে ফাত্ওয়া দেন (যারা এটাকে বৈধ মনে করেন তাদের মতানুযায়ী) সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভিত্তি উপস্থাপন করবেন। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাকে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ বই পুস্তক যেগুলো সচরাচর উলামা-মাশায়েখগণ পড়াশুনা করেন, আলোচনা করেন, সেগুলো হতে ফাত্ওয়া দেবেন।[৬১]

ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেন, ফাত্ওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকেন তাঁকে মুফতী বলা হয়। মুফতী সকলে হতে পারেন না। মুফতী হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। ফিকাহ্ বিশারদগণ এসকল শর্ত তাঁদের বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নির্ধারণ করেছেন। সেখান থেকেই এগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল।

প্রথম শর্ত : মুফতীকে মুসলিম হতে হবে। অমুসলিমের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয়।

দ্বিতীয় শর্ত : তাঁর বিবেক বুদ্ধি (আকল) থাকতে হবে। পাগলের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয়।

তৃতীয় শর্ত : বালেগ হতে হবে। নাবালগের ফাত্ওয়া সঠিক নয়।

চতুর্থ শর্ত : মুফতীকে ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক ও পুণ্যবান হতে হবে।

অধিকাংশ উলামার নিকট ফাসিক পাপাচারীর ফাত্ওয়া বৈধ নয়। কেননা ফাত্ওয়া প্রদান হলো ইসলামী শারী'য়াতের বিধান সম্পর্কে অবহিত করা। পক্ষান্তরে ফাসিকের তথ্য, সংবাদ কিংবা মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কতিপয় উলামা

---

৬০. ইমাম নাবাবী আল হাফিজ ইয়াহইয়া ইবন শারফ আন নাবাবী, আল্ মাজমু শারহুল মুহায্যাব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬৮।

৬১. প্রাগুক্ত, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭।

www.pathagar.com

ফাসিকের ফাত্‌ওয়া তাঁর নিজের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে মত দিয়েছেন। কেননা তিনি নিজ সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছেন।[৬২]

হানাফী মাযহাবের কতিপয় উলামা মত দিয়েছেন যে, ফাসিক মুফতী হতে পারবেন। কেননা তিনিও ইজতিহাদ[৬৩] করার অধিকার রাখেন। তবে তাঁর ইজতিহাদ নির্ভুল হতে হবে।[৬৪] এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্‌নুল কাইয়্যেম উল্লেখ করেন : ফাসিকের ফাত্‌ওয়া প্রদান বৈধ, কিন্তু যখন তাঁর অন্যায় ও পাপ কাজ ব্যাপকতা লাভ করবে তখন তাকে এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিতে হবে। আর এটা এজন্য যে, ফাত্‌ওয়ার কাজ যেন বন্ধ না হয়ে যায়। মন্দের ভাল হিসাবে এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। যদি ন্যায়পরায়ণ মুফতী পাওয়া যায় তাহলে ফাসিকের দিকে যাওয়া যাবে না।[৬৫] আর যারা বিদ'য়াতপন্থি ফাসিক, যদি তাদের বিদ'য়াতগুলো কুফরী ও ফিসকের পর্যায়ে পড়ে তাহলে তাদের ফাত্‌ওয়া প্রদান বৈধ নয়। তা না হলে বৈধ হবে যদি তারা তাদের বিদ'য়াত কর্মের দিকে অন্যকে আহবান না করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আল খাতিব আল্ বাগদাদী (রহঃ) বলেন : 'যারা প্রবৃত্তির পূজারী এবং যাদেরকে আমরা কাফির ও ফাসিক বলি না তাদের ফাত্‌ওয়া প্রদান বৈধ। তবে যারা সাহাবা কিরাম (রা) ও আমাদের পূর্বসূরীদেরকে গালি গালাজ ও তিরষ্কার করে তাদের ফাত্‌ওয়া বৈধ নয়।'[৬৬]

পঞ্চম শর্ত : ইজতিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

(قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وِمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْىَ بَغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْ بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ).

---

৬২. আহমাদ ইবন হামাদান আন্ নিমরী, ছিফাতুল ফাত্‌ওয়া ওয়াল মুফতী ওয়াল মুসতাফ্‌তী, পৃষ্ঠা-২৯।

৬৩. ইজতিহাদ হলো উপযুক্ত দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা ইসলামী শারী'য়াতের বিধি-বিধান উদঘাটন ও উদ্ভাবন করার যোগ্যতা।

৬৪. মাজমায়ুল আনহুর ফি শারহি মুল্‌তাকাল্ আবহুর, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আফিনদি দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাসিল্ আরাবী, বৈরুত, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪৫।

৬৫. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২০।

৬৬. আল খাতীব আল্ বাগদাদী, আল্ ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, পৃষ্ঠা- ২০২।

www.pathagar.com

'হে নবী! আপনি বলে দিন : নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন। আরো হারাম করেছেন গুনাহর কাজ, সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা যার স্বপক্ষে তিনি কোন সনদ নাযিল করেন নি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।'[৬৭]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করেন তিনি বস্তুতঃ আল্লাহর পক্ষ হতেই কথা বলে থাকেন। অতএব যিনি মুফতী হবেন তাঁর অবশ্যই ইজতিহাদ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) বলেন : 'আল্লাহর দীন সম্পর্কে কারো ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয় যতক্ষণ না সে পবিত্র আল্ কুরআন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।' অর্থাৎ পবিত্র আল্-কুরআনের নাসিখ, মানসুখ, মুহকাম, মুতাশাবিহ, তাফসীর, শানে নূযুল, মাক্কী আয়াত, মাদানী আয়াত ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন না করে। ইমাম শাফে'য়ী (রহঃ) আরো বলেন : 'অনুরূপভাবে তাঁকে পবিত্র আল্-কুরআনের মত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস সম্পর্কেও জানতে হবে। সাথে সাথে তাঁকে আরবী ভাষা, সাহাবা কিরাম (রা) ও পূর্বসূরীদের জীবন-চরিত সম্পর্কে জানতে হবে। শহরবাসীদের বিভিন্ন আচার-আচরণ ও মতভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। মোটকথা উপরোক্ত বিষয়সমূহে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। তাহলেই তিনি আল্লাহর দীন সম্পর্কে কথা বলতে পারেন। হালাল-হারাম সম্পর্কে ফাত্ওয়া দিতে পারেন। তা না হলে তাঁর ফাত্ওয়া দেওয়ার অধিকার নেই। আর এটাই হলো ইজতিহাদের অর্থ। ইমাম ইব্নুল কাইয়্যেম ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল থেকে ইজতিহাদ সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করেন।[৬৮] উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী যাঁরা তাকলীদ করেন অর্থাৎ কোন ইমামের মাযহাবকে অনুকরণ করেন কিন্তু ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখেন না তাঁদেরও স্বীয় ইমামের মতামতকে নকল করে ফাত্ওয়া দেওয়া বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্নুল কাইয়্যেম বলেন : মুকাল্লিদের (মাযহাব অনুকরণকারীর) ফাত্ওয়া যদি তিনি অন্যের রায় বা মতামত দিয়ে ফাত্ওয়া দেন, তার সম্পর্কে তিনটি মত পাওয়া যায়।

---

৬৭. সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত নং- ৩৩।
৬৮. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৬।

www.pathagar.com

(ক) তাকলীদ দ্বারা ফাত্ওয়া অর্থাৎ অন্যের মত বা বক্তব্য দিয়ে ফাত্ওয়া দেওয়া বৈধ নয়। কেননা এটা কোন জ্ঞান নয়। আর যিনি এভাবে ফাত্ওয়া দেন তিনি আলিম নন। ইল্ম ছাড়া ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ নয়।

(খ) নিজ সম্পর্কিত কোন বিষয় হলে তাকলীদ দ্বারা ফাত্ওয়া বৈধ। অর্থাৎ তিনি নিজের জন্য এ ধরনের ফাত্ওয়া দিয়ে আমল করতে পারেন। তবে তাকলীদ দ্বারা অন্যকে ফাত্ওয়া প্রদান করতে পারেন না।

(গ) যদি কোন মুজতাহিদ আলিম না পাওয়া যায়, তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাত্ওয়া প্রদান বৈধ।[৬৯]

এ ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন মত পোষণ করে আল্লামা ইব্নু দাকীক আল ঈ'দ উল্লেখ করেন : 'ফাত্ওয়ার বিষয়টি মুজতাহিদ পাওয়ার উপর নির্ধারণ করলে বড় ধরনের অসুবিধা দেখা দেবে অথবা জনসাধারণকে তাদের প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর দিকে ধাবিত করবে। অতএব, উত্তম হলো ফাত্ওয়া প্রদানকারী যদি পূর্ববর্তী ইমামদের কথা বুঝে শুনে সততার সাথে ফাত্ওয়া তলবকারীর নিকট পেশ করেন তাতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সময়ে এ ধরনের ফাত্ওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে।'[৭০]

মোটকথা কোন মুফতী যদি তাঁর মাযহাবের ইমামের মতানুসারে ফাত্ওয়া প্রদান করেন অথচ সে মতের দলীল প্রমাণ সম্পর্কে তাঁর জানা নেই অথবা মাসয়ালা উদঘাটনের তাঁর যোগ্যতা নেই তাহলে তিনি ফাত্ওয়া প্রদানের যোগ্যতা রাখেন না। সুতরাং তাঁর ফাত্ওয়া বৈধ হবে না।

হানাফীদের সবচেয়ে সঠিক মত হলো– মাযহাবের মুজতাহিদ হলেন ঐ সকল উলামা মাশায়েখ যাঁদের মতামত প্রাধান্য পেয়ে থাকে। নির্দিষ্ট মাযহাবের ইমামের মতামতকে বিনা বাক্যে– যাচাই বিহীন গ্রহণ করা আবশ্যিক নয়। বরং তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে দলীল প্রমাণের দিকে। যেটার দলীল শক্তিশালী হবে সেটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে পূর্ব থেকে যে ইমামের কথা গ্রহণ করে আসছিল তাঁর মতামতকে গ্রহণ করতে হবে। যখন যা ইচ্ছা তা গ্রহণ করার অধিকার তাঁর নেই।[৭১]

---

৬৯. প্রাগুক্ত।
৭০. ইমাম বাদরুদ্দিন মুহাম্মাদ আয্ যারকাশী, আল বাহরুল মুহীত, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা- ৩০৬।
৭১. মুহাম্মাদ আমিন ইবন উমার ইবন আবেদীন, হাশিয়াতু ইবনুল্ আবেদীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩০২।

www.pathagar.com

উপর্যুক্ত কথাগুলো থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে তাহলো হানাফী, শাফে'য়ী ও হাম্বালী মাযহাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোন বিষয়ের দুইটি মতামতের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার মুফতীকে দেওয়া হয় নি। বরং তাঁকে দেখতে হবে কোনটির দলীল বেশি শক্তিশালী বা গ্রহণের উপযোগী সে অনুযায়ী তাঁকে আমল করতে হবে। অতএব, যদি তিনি ইজতিহাদের দ্বারা জানতে পারেন যে, তাঁর স্বীয় মাযহাবের ইমামের মতামতের চেয়ে অন্য মত সঠিক, তাহলে তাঁকে সেই মত অনুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান করতে হবে।[৭২]

উপরোক্ত তিন মাযহাবের নিকট কোন মুকাল্লিদ (মাযহাব অনুকরণকারী) মুফতীর দুর্বল ও অপ্রধান মতামত দ্বারা ফাত্ওয়া প্রদান উচিত নয়, বরং দুর্বল ও অপ্রধান মতামত অনুযায়ী আমল করা মূর্খতা ও ঐকমত্যের বিরোধী।[৭৩]

ষষ্ঠ শর্ত : মুফতীকে উত্তম মেধা ও স্বভাবের অধিকারী হতে হবে।

তবেই তিনি অধিক সঠিক ফাত্ওয়া দিতে পারবেন, সুষ্ঠুভাবে মাসয়ালা উদঘাটন করতে পারবেন। সুতরাং নির্বোধ, বোকা ও অজ্ঞ লোকের মুফতী হওয়া সঠিক নয়। যিনি বেশি ভুল করেন তাঁরও মুফতী হওয়ার যোগ্যতা নেই।

বরং স্বভাবগতভাবে তাঁকে শারী'য়াতের দলীল-প্রমাণাদি, হুকুম আহকাম ও অন্যান্য উদ্দেশ্যাবলী দ্রুত ও সঠিকভাবে বুঝতে ও তদনুযায়ী মীমাংসা করতে সক্ষম হতে হবে।

সপ্তম শর্ত : মুফতী হওয়ার জন্য আরেকটি যোগ্যতা হলো তাঁকে খুব সচেতন ও বিচক্ষণ হতে হবে।

মানুষের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। কেননা কিছু লোক এমন আছে যারা প্রতারণা ও ধোঁকার মাধ্যমে কথা পাল্টিয়ে দেওয়াসহ ভ্রান্ত বিষয়কে সঠিকের আবরণে প্রকাশ করার যথেষ্ট যোগ্যতা রাখে। মুফতীর অমনোযোগিতা ও অসচেতনতা এতে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন : 'মুফতীর জন্য অবশ্য উচিত হবে মানুষের ধোঁকা, প্রতারণা এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া। যদি তা না হয় তাহলে তিনি নিজে পথভ্রষ্ট হবেন এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করবেন। মুফতী যদি মানুষের অবস্থা জানতে পারদর্শী না হন তাহলে তাঁর নিকট যালিম মাযলুমের

---

৭২. ইবনু কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ২৩৭।
৭৩. মুহাম্মাদ আমিন ইবন উমার ইবন আবেদীন, হাশিয়াতু ইবনুল্ আবেদীন, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫১।

www.pathagar.com

কিংবা মাযলুম যালিমের আকৃতিতে প্রকাশিত হবে।'[৭৪] এ বিষয়ে কতিপয় উলামা সতর্কতামূলক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'মুফতী হতে হলে তাঁকে অবশ্যই ফাত্ওয়া তলবকারীর ভাষা ও শব্দ চয়ন সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে। যাতে তিনি উল্টোটা বুঝে ফাত্ওয়া না দেন। বিশেষ করে কসম ও স্বীকারোক্তির ভাষার ক্ষেত্রে।'[৭৫]

পরিশেষে, মুফতী হওয়ার জন্য স্বাধীন, পুরুষ, কানে শুনা, চোখে দেখা, কথা বলতে পারা জরুরী নয়। ক্রীতদাস, নারী, বধির, কানা ও বোবাও ফাত্ওয়া দিতে পারেন যদি তাঁরা লিখতে পারেন অথবা তাঁদের ইশারা ইঙ্গিত বুঝা যায়।[৭৬] ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল উল্লেখ করেন : কেউ নিজেকে মুফতী হিসাবে ঘোষণা দিতে পারবেন না এবং যিনি মুফতী হবেন তাঁকে অবশ্যই পাঁচটি গুণের অধিকারী হতে হবে। (ক) তাঁর বিশুদ্ধ নিয়াত থাকতে হবে। যদি নিয়াত ঠিক না হয় তাহলে সেখানে নূর অর্থাৎ আলো আসে না। (খ) তাঁর ইল্ম, সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য ও স্থিরতা থাকতে হবে। (গ) ইলমের মধ্যে গভীরতা ও শক্ত ভিত্তি থাকতে হবে। (ঘ) যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকতে হবে যাতে তিনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই সমাধান দিতে পারেন এবং (ঙ) মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। কারণ যাঁরা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ তাঁরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাত্ওয়া প্রদানে ভুল করেন।[৭৭]

মুফতী নিয়োগ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কেউ মুফতী হতে পারেন না এবং নিজেকে মুফতী হিসেবে ঘোষণাও দিতে পারেন না। নির্দিষ্ট যোগ্যতা পাওয়া গেলেই তিনি ফাত্ওয়া প্রদানের কাজ করতে পারেন। যদি কেউ ফাত্ওয়ার কাজে আগ্রহ প্রকাশ করেন অথবা মুফতী হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন অথবা তদবীর করেন তাহলে সেখানে কোন বরকত হয় না, ভাল ফল পাওয়া যায় না। বরং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

---

৭৪. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন্ রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৫।
৭৫. ইমাম নাবাবী, আল মাজমু শারহুল মুহায্যাব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৪১।
৭৬. ইমাম নাবাবী, মুকাদ্দামাতু শারহিল মুহায্যাব, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৬৯।
৭৭. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

(لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)

'কখনো পদ, নেতৃত্ব ও ক্ষমতা চেয়ে নিও না। যদি চাওয়ার পর তা তোমাকে দেওয়া হয় তাহলে তোমাকে দায়িত্বে ন্যস্ত করা হলো আর না চাওয়ার কারণে যদি তোমাকে তা দেওয়া হয় তাহলে তাতে তোমাকে সহযোগিতা করা হলো।'[৭৮]

রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজন সাপেক্ষে মুফতী নিয়োগ দেবেন। যাঁরা শুধু এ কাজের জন্য নিয়োজিত হবেন তাঁদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে সম্মানীর ব্যবস্থা করবেন। রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের উচিত হবে মুফতীদের অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করা। যোগ্যতা ছাড়া ও সেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে যাঁরা ফাত্ওয়া দেন তাঁদেরকে বাধা দেওয়া এবং যাঁরা সঠিকভাবে ফাত্ওয়া দিতে পারেন না তাঁদেরকে বিরত রাখা, হানাফী মাযহাবের আলিমগণ উল্লেখ করেন, যে সকল মুফতী ও চিকিৎসক মূর্খ ও অনভিজ্ঞ তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত।[৭৯]

খাতীব আল বাগদাদী উল্লেখ করেন : রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধানের উচিত মুফতীদের অবস্থাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, তাঁদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে ফাত্ওয়া প্রদান করেন তাঁদেরকে বহাল রাখা, আর যাঁরা সঠিকভাবে ফাত্ওয়া প্রদান করেন না তাঁদেরকে নিষেধ করা। যাঁরা অনুমতি বিহীন ফাত্ওয়া প্রদান করেন তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যোগ্য মুফতী সন্ধানের উত্তম পদ্ধতি হলো সমকালীন হাক্কানী উলামা-মাশায়েখের দ্বারস্থ হয়ে মুফতীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং বিশ্বস্ত সংবাদের উপর নির্ভর করা। এ প্রসংগে ইমাম মালিক (রহ) উল্লেখ করেন যখন তাঁকে ফাত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হলো তখন তিনি প্রায় সত্তর জন বিশিষ্ট আলিমের মতামত প্রার্থনা করেন। যখন তাঁরা তাঁকে সমর্থন করলেন তখনই তিনি ফাত্ওয়া প্রদানের কাজ শুরু করেন।[৮০]

এ প্রসংগে ইমাম ইব্নুল কাইয়্যেম উল্লেখ করেন : যোগ্যতা অর্জন না করে কেউ

---

৭৮. ইমাম আল বুখারী, ছহিহুল বুখারী, বদউল্ ওহী অধ্যায়, হাদীস নং- ৬৬২২ ও মুফতী মোঃ তাকী ওসমানী, উসূলুল ইফতা, পৃষ্ঠা-২২।

৭৯. ইমাম নাবাবী, আল্ মাজমু', খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৪১।

৮০. খাতীব আল্ বাগদাদী, শারহুল মুনতাহী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫০২।

www.pathagar.com

ফাত্ওয়া দিলে তিনি গুনাহগার ও আল্লাহর অবাধ্য বলে গণ্য হবেন। আর এদেরকে যারা নিয়োগ দেবেন তারাও গুনাহগার হবেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, যদি কর্তৃপক্ষ অযোগ্য ডাক্তারকে রোগীর চিকিৎসা থেকে বিরত রাখতে পারেন তাহলে যারা কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে জানে না তাদেরকে কেন বাধা দিতে পারবেন না? [৮১]

ফাত্ওয়া প্রদানের আদবসমূহ

যিনি ফাত্ওয়া প্রদান করবেন তাঁকে অবশ্যই নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলেই তাঁর ফাত্ওয়া গ্রহণ যোগ্য হবে।

(ক) যিনি মুফতী হবেন তাঁর উচিৎ হবে শারী'য়াতের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করা, সুন্দর রাখা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া। রেশমী কাপড়, স্বর্ণ ও যে সকল পোশাকে অমুসলিমদের নিদর্শন রয়েছে তা পরিত্যাগ করা। যদি তিনি উন্নত মানের কাপড়-চোপড় পরিধান করতে চান তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা আল্লাহ্ ইরশাদ করেন:

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ)

'হে নবী আপনি বলে দিন৷ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সাজ-সজ্জা ও পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? আপনি বলুন : এ সকল নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্যেই এবং কিয়ামাতের দিন শুধু তাদের জন্যই হবে। এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি যারা জ্ঞান রাখে তাদের জন্য।'[৮২]

আসলে যিনি মুফতী তিনি হলেন একজন বিচারকের সমতুল্য। তাই তাঁর এমন

---

৮১. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২১৭।
৮২. সূরা আল্ আরাফ, আয়াত নং- ৩২।

www.pathagar.com

পোশাক পরিধান করা উচিৎ যাতে সাধারণ লোকের মাঝে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।[৮৩]

(খ) তাঁর উচিত কথাবার্তা ও কাজ কর্মে উন্নত মানের অধিকারী হওয়া। কেননা তিনি হলেন মানুষের জন্য একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। সুতরাং বক্তব্যের মত তাঁর চাল চলনেরও বেশ গুরুত্ব রয়েছে।

(গ) তাঁর উচিত হবে গোপন চিন্তা-ভাবনাকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া। বিশুদ্ধ নিয়াতের সাথে ফাত্ওয়া প্রদান করা। কেননা তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর বিধান বর্ণনা করছেন। আল্ কুরআন ও আল্ হাদীসকে সমুন্নত করছেন। মানুষের অবস্থানসমূহকে সংশোধন করছেন। অতএব, এ ক্ষেত্রে তাঁর উচিত হবে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা, সঠিক ফাত্ওয়া প্রদানের তাওফীক কামনা করা, ফাত্ওয়া প্রদানের মাধ্যমে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন ও উচ্চ আসনে আসীন হওয়ার কুচিন্তা পরিত্যাগ করা, বিশেষ করে তিনিই শুধু সঠিক ফাত্ওয়া দিচ্ছেন আর অন্যরা ভুল করছেন এ ধরণের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা।[৮৪]

(ঘ) তিনি যা ফাত্ওয়া দিচ্ছেন, তদনুযায়ী তাঁকে আমল করতে হবে। অর্থাৎ তিনি যে সকল কল্যাণমূলক কাজের ফাত্ওয়া দিচ্ছেন সে অনুযায়ী তাঁকে চলতে হবে, আর যা নিষেধ করছেন তা থেকে দূরে থাকতে হবে। তাহলেই তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে। আর যদি তা না হয় তাহলে তাঁর আমল তাঁর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তাছাড়া মানুষ তাঁর কর্মের দ্বারাই প্রভাবিত হতে পারে।[৮৫]

(ঙ) অত্যন্ত রাগ, আনন্দ, পিপাসা, ক্ষুধা, অসুস্থতা, অসহ্য গরম, অসহনীয় শীত ইত্যাদি অবস্থাসমূহে ফাত্ওয়া প্রদানে বিরত থাকা উচিত। কেননা উপরোক্ত অবস্থাসমূহ সঠিক চিন্তা-ভাবনা ও বিশুদ্ধ বক্তব্য প্রদানে বাধাগ্রস্ত করতে

---

৮৩. ইমাম আবু আব্বাস আল্ কারাফী, আল ইহকাম ফী তাময়ীযিল ফাতওয়া আনিল আহকাম, হালাব, সিরিয়া, ১৩৮৭ হিজরী, পৃষ্ঠা- ২৭১।

৮৪. ইবন হামাদান, ছিফাতুল ফাত্ওয়া, পৃষ্ঠা-১১।

৮৫. আশ শাত্বিবী, আল মুওয়াফাকাত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ২৫২

www.pathagar.com

পারে।[৮৬] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন (لايقضينّ حكم بين اثنين وهو غضبان) 'কোন বিচারক যেন দুজনের মাঝে ফায়সালা না করে যখন সে বিক্ষুব্ধ অবস্থায় থাকে।'[৮৭] অতএব, যদি তিনি উপরোল্লিখিত কোন অবস্থার সম্মুখীন হন, তাহলে ফাত্‌ওয়া প্রদানে বিরত থাকবেন, যতক্ষণ না স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। তবে যদি তিনি মনে করেন উপরোল্লিখিত অবস্থাসমূহে তাঁর সঠিক ফাত্‌ওয়া প্রদানে কোন সমস্যা হবে না, তাহলে তাঁর ফাত্‌ওয়া প্রদান শুদ্ধ হবে।[৮৮] এক্ষেত্রে মালেকী মাযহাবের ইমামগণ শর্ত দেন, তিনি যেন আসল চিন্তা-ধারার বাইরে চলে না যান। যদি তাই হয় তাহলে তাঁর ফাত্‌ওয়া প্রদান বৈধ হবে না।[৮৯]

(চ) যদি তাঁর আশে পাশে বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন থাকেন, যাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা যায়, তাহলে তাঁর সাথে পরামর্শ করে ফাত্‌ওয়া দেওয়া উচিত। নিজেকে বড় মনে করে অন্যের সাথে পরামর্শ না করা ঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেন : (وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ) 'তুমি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর।'[৯০]

খুলাফায়ে রাশেদীন এভাবে পরামর্শ করে নিতেন। বিশেষ করে উমার (রা)। তিনি অসংখ্য বার সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরামর্শ করতে গিয়ে যা গোপন রাখা দরকার তা যেন প্রকাশ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।[৯১]

(ছ) ফাত্‌ওয়া প্রদানকারী ফাত্‌ওয়া প্রার্থীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক ফাত্‌ওয়া প্রার্থী কম বুঝের হয়। ধৈর্যের সাথে প্রশ্ন শুনে তাকে এর উত্তর বুঝিয়ে দিতে হবে।[৯২] যদি মুফতী সাহেব মনে করেন প্রশ্নের উত্তরে অতিরিক্ত বলা প্রয়োজন যা প্রশ্নে চাওয়া হয় নি তাহলেও তিনি তা বলতে পারেন। যেমন, আল-

---

৮৬. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪ পৃষ্ঠা-২২৭।
৮৭. ইমাম মুসলিম, সাহিহ মুসলিম, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ১৩৪৩।
৮৮. ইমাম আদ্ দাসূকী, আশ্ শারহুল কাবীর, খণ্ড-৪. পৃষ্ঠা- ১৪০।
৮৯. প্রাগুক্ত।
৯০. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ১৫৯।
৯১. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৫৬।
৯২. ইমাম নাবাবী, আল মাজমূ' খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৪৮।

www.pathagar.com

কুরআনে এসেছে,

(يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ، قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامى وَ الْمَسَاكِيْنَ وَ اِبْنِ السَّبِيْلِ، وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ)

'তাঁরা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করে, কি তাঁরা ব্যয় করবে? বলে দিন : ভাল যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর তা হবে পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-আপনজনদের জন্য, ইয়াতীম অনাথদের জন্য, অসহায়দের জন্য, এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোন সৎকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে।'[৯৩]

উপরোক্ত আয়াতে সাহাবা কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন কি খরচ করবেন? তিনি প্রত্যুত্তরে খরচের খাতগুলো বর্ণনা করলেন। কেননা কি খরচ করবে, তার চেয়ে কোথায় খরচ করবে, এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।[৯৪]

একবার কতিপয় সাহাবী (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করার

প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : (هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ ميتته) 'সমুদ্রের পানি পবিত্র, তাঁর মৃত পবিত্র প্রাণীও হালাল।'[৯৫] রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট প্রাণী সম্পর্কে সাহাবা কিরাম জিজ্ঞাসা করেন নি তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রয়োজন মনে করে তারও উত্তর দিলেন। সুতরাং প্রশ্নে না চাওয়া হলেও মুফতী সাহেব যদি মনে করেন অতিরিক্ত উত্তর দিলে প্রশ্নকারীর উপকার হবে তাহলে তিনি তা করতে পারেন।

(জ) যদি এমন বিষয়ে ফাত্ওয়া চাওয়া হয় যা সংঘটিত হয়নি, তাহলে তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই যাতে ফাত্ওয়া প্রার্থী বুঝতে পারে অযথা ফাত্ওয়া চাওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

(إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال، وإضاعة المالِ، وكثرة السُّؤالِ)

---

৯৩. সূরা আল বাকারাহ, আয়াত নং- ২১৫।
৯৪. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, আন রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৫৮।
৯৫. ইমাম আত্ তিরমিযি, সুনানুত তিরমিযি, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০১।

www.pathagar.com

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিষ অপছন্দ করেন। (১) অযথা কথাবার্তা বলা, (২) সম্পদ নষ্ট করা (৩), অতিরিক্ত প্রশ্ন করা।'[৯৬]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : সাহাবা কিরাম (রা) ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করতেন যা তাদের উপরে আসতো এবং তিনি ইকরামা ইব্‌ন আবি জাহ্‌লকে উপদেশ দিয়ে বলেন : যদি কেউ তোমাকে অযথা প্রশ্ন করে তাহলে তাকে ফাত্‌ওয়া দেবে না।[৯৭]

(ঝ) ইমাম ইব্‌নুল কাইয়্যেম বলেন : যদি ফাত্‌ওয়া প্রদানকারী ফাত্‌ওয়া দ্বারা বিপদের বা বালা-মুসিবতের আশঙ্কা করেন, অথবা যদি মনে করেন যে, ফাত্‌ওয়া প্রার্থী অথবা অন্য কেউ ফাত্‌ওয়া দ্বারা তাঁকে বিপদে ফেলতে চায় অথবা তার ক্ষতি করতে চায় তাহলে তিনি ফাত্‌ওয়া প্রদানে বিরত থাকবেন।[৯৮]

এ প্রসঙ্গে আমাদের কথা হলো : যদি বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে ফাত্‌ওয়া প্রদানকারী কোন কিছু পাওয়ার আশায় অথবা কারো ভয়ে ফাত্‌ওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন না। তাঁকে অবশ্যই এক্ষেত্রে সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে হবে। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেন :

(وَإِذ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِيْنَ اُوتُوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ)

'এবং আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তোমরা তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে পেছনে ফেলে রাখল আর সামান্য মূল্যের বিনিময়ে তারা কেনা-বেচা করল। সুতরাং তাদের এ কেনা-বেচা কতই না মন্দ।[৯৯] আর যদি বিষয়টি অতীব গুরুত্বের না হয় তাহলে তিনি এমতাবস্থায় ফাত্‌ওয়া দানে বিরত থাকতে পারেন।

ফাত্‌ওয়া প্রার্থীর করণীয়

(১) কোন মুসলিম যখন কোন দীনী সমস্যার সম্মুখীন হন তখন তাঁর উচিত

---

৯৬. ইমাম মুসলিম, খণ্ড-৩, হাদীস নং- ১৩৪১।
৯৭. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, আন রাব্বিল আলামীন, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-২২১।
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৭৫।
৯৯. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং- ১৮৭।

www.pathagar.com

হবে কোন নির্ভরযোগ্য মুফতীর শরণাপণ্ন হওয়া। যদি তাঁর নিজ শহরে নির্ভরযোগ্য মুফতী না পাওয়া যায় তাহলে অন্য শহরে তালাশ করা। কেননা আল্লাহ ইরশাদ করেন :

فَسْئَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

'যদি তোমরা না জান তাহলে জ্ঞানী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর।'[১০০]

(২) যোগ্য মুফতীর কাছেই ফাত্ওয়া চাইতে হবে, তাঁর যোগ্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, এলাকায় অধিকাংশ লোক তাঁকে সমর্থন করে, এবং তাদের মাঝে মুফতী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

(৩) ফাত্ওয়া প্রার্থীর উচিত হবে ফাত্ওয়া প্রদানকারীর সাথে আদব ও সদাচার রক্ষা করা, তাঁকে সম্মান করা, তাঁর জ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া, কেননা তিনি তাকে রাস্তা দেখাচ্ছেন।[১০১]

(৪) ক্রোধ, অসন্তোষ, পেরেশানী ইত্যাদি সময়ে ফাত্ওয়া না চাওয়া।[১০২]

(৫) অধিক প্রশ্ন না করা, যা সংঘটিত হয় নি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করা, দীনী কোন উপকার না হলে সে সম্পর্কে প্রশ্ন না করা, ইবাদাত-বন্দেগীর কাঠিন্য ও কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করা, একগুঁয়েমি, জিদের বশবর্তী হয়ে অথবা ঝগড়া-বিবাদে জয়ী হওয়ার মানসে প্রশ্ন না করা।[১০৩]

(৬) যদি ফাত্ওয়া প্রার্থী একাধিক যোগ্য-ন্যায়পরায়ণ মুফতীর সন্ধান পান, তাহলে অধিকাংশ উলামার মতে তিনি যে কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারনে। এ ক্ষেত্রে তাঁর উচিত হবে না কে বেশি জানেন তালাশ করা। বরং কে বেশি উত্তম, জেনে নিতে পারেন।

(৭) যদি তিনি একাধিক মুফতীকে জিজ্ঞাসা করেন, আর সকলেই একই জবাব দেন তাহলে তাকে তাদের ফাত্ওয়া অনুযায়ীই আমল করতে হবে। যদি তাঁদের জবাব ভিন্ন হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি যদি কোন মতকে প্রাধান্য দেওয়ার

---

১০০. সূরা আন্ নাহল্, আয়াত নং- ৪৩।
১০১. খাতীব আল বাগদাদী, শারহুল মুনতাহী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪৫৭।
১০২. প্রাগুক্ত।
১০৩. আবু ইসহাক ইবরাহীম, আশ্ শাতেবী, আল্ মুওয়াফিকাত ফী উসূলিশ্ শারিয়াহ, আল মাকতাবাতুত্ তিজারিয়্যাহ আল কুবরী, মিশর, খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ৪১৯-৪২১।

www.pathagar.com

সামর্থ্য রাখেন তাহলে প্রাধান্য প্রাপ্ত মতানুযায়ী আমল করতে হবে। তা না হলে যে কোন মতানুযায়ী আমল করলে চলবে।[১০৪]

(৮) কোন মুফতীর ফাত্ওয়া অনুযায়ী আমল করার পর একই বিষয়ে দ্বিতীয় কোন মুফতীর শরণাপন্ন হওয়া যাবে না। যদি তিনি অন্য মুফতীকে জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি ভিন্ন মতের ফাত্ওয়া দেন, তাহলেও তার জন্য বৈধ হবে না প্রথম ফাত্ওয়া থেকে ফিরে আসা।[১০৫]

(৯) প্রশ্ন লিখিত ভাবে পেশ করতে হবে। তিনি লিখতে না জানলে তাহলে অন্যের মাধ্যমে লিখিয়ে নিতে হবে।

(১০) বড় সাইজের কাগজে সুস্পষ্ট অক্ষরে প্রশ্ন লিখে দিতে হবে, যেন ফাত্ওয়া একই কাগজে উপস্থাপন করা যায়।

মুফতী বনাম বিচারক

মুফতীর রায় ও বিচারকের রায় উভয়ের মাঝে কোন কোন ক্ষেত্রে মিল রয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে অমিল রয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জাতিকে সৃষ্টি করে ছেড়ে দেননি যে, সে তার ইচ্ছামত চলবে, যা খুশী তা করবে। বরং তাকে সুস্পষ্টভাবে জীবন-যাপন করার জন্য তার স্বভাব অনুযায়ী একটি জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন। সে অনুযায়ী চললে তার পার্থিব জগতের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেজন্য ইসলামী রাষ্ট্র হোক অথবা মুসলিম সমাজ হোক সবখানে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অতীব প্রয়োজন রয়েছে। তবে আমরা যে বিচারকের কথা বলতে চাচ্ছি, তিনি হলেন ইসলামী আদালতের বিচারক। ইসলামী আদালতের বিচারকের ফাত্ওয়া প্রদানকারীর মত সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

বিচার ব্যবস্থার রায় এবং ফাত্ওয়ার রায়ের মাঝে বেশি পার্থক্য নেই। যে সকল জায়গায় মিল রয়েছে তা নিম্নরূপ:

(ক) মুফতী ও বিচারক উভয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান বর্ণনা করে থাকেন।

(খ) মুফতী হওয়ার জন্য যে সকল শর্ত পূরণ প্রয়োজন বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রেও সে সকল শর্ত পূরণ প্রয়োজন।

---

১০৪ ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা ২৫৪-২৬৪, ইমাম আন্ নাবাবী, আল মাজমু', খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৬।

১০৫ আল খাতীব আল্ বাগদাদী, শারহুল মুনতাহী, খন্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৪৫৮।

www.pathagar.com

(গ) মুফতী তাঁর ফাত্ওয়া প্রদানে যে সকল আদব, নিয়ম-নীতি অবলম্বন করেন বিচারককেও সেগুলো অবলম্বন করতে হয়।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে তাঁদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে ঃ

(ক) মুফতী ফাত্ওয়া প্রার্থীকে শুধু আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অবহিত করেন, পক্ষান্তরে বিচারক আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন, শুধু তাই নয় বরং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীকে গ্রেফতার ও শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখেন। তেমনিভাবে বিচারক বিভিন্ন দণ্ড এমন কি মৃত্যুদণ্ডেরও হুকুম দেওয়ার অধিকার রাখেন।[১০৬]

(খ) এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে বিচারক বিচারের রায় দেন, সে সকল বিষয়ে ফাত্ওয়াও প্রদান করা যায়। কিন্তু তার বিপরীত হয় না। অর্থাৎ এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে ফাত্ওয়া প্রদান করা হয়, কিন্তু সে সকল বিষয়ে বিচারের রায় দেওয়া যায় না। প্রথমটির উদাহরণ হলো- মুয়ামালাতের বিষয়সমূহ। অর্থাৎ বেচা-কেনা, বন্ধক রাখা, ইজারা দেওয়া, উইল করা, ওয়াকফ করা, বিবাহ-শাদী ও তালাক ইত্যাদি। এসকল বিষয়ে মুফতী ও বিচারক উভয়ে রায় দিতে পারেন। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো– ইবাদাতের বিষয়সমূহ, কাফ্ফারা ও মানতের বিষয়সমূহ। এ সকল ক্ষেত্রে মুফতীই রায় দিয়ে থাকেন, বিচারক নয়।

(গ) বিচার ব্যবস্থায় বিচারক বাদী ও বিবাদীর কথাবার্তা শুনে ফায়সালা দেন। তিনি এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাক্ষী, দলীল-প্রমাণাদি তালাশ করেন। পক্ষান্তরে ফাত্ওয়ার বিষয়টি তেমন নয়। ফাত্ওয়ার বিষয়টি হলো ফাত্ওয়া প্রার্থী কোন ঘটনার সম্মুখীন হলে শারী'য়াতের বিধান অনুযায়ী তার সমাধান চান। মুফতী সেভাবে সমাধান দিয়ে দেন। বাদী-বিবাদীর কথাবার্তা শুনতে হয় না।

ফাত্ওয়ার ভাষা ও লেখার নিয়ম

(১) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং হামদ ও দরূদ দিয়ে ফাত্ওয়া লেখা শুরু করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

১০৬. কাজি মাহমুদ আরনুস, তারিখুল কাযা ফিল্ ইসলাম, মাকতাবাতু আল্ কুল্লিয়্যাতুল্ আয্হারিয়া, মিসর, ১৩৬২ হিজরী, পৃষ্ঠা- ১৬০।

www.pathagar.com

বলেছেন :

كل أمرذى بال لم يبدأ ببسم الله فهو أقطع

'কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা না হলে তা অপূর্ণাঙ্গ থাকে'।[১০৭]

(২) ফাত্ওয়া প্রদানকারীর উচিত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ফাত্ওয়া লিপিবদ্ধ করা, এতে ফাত্ওয়ার ভাষা ও উদ্দেশ্য বুঝতে সহজ হবে এবং অস্পষ্টতা ও জটিলতা মুক্ত থাকবে। প্রয়োজনে কাগজের দুই পাশে পার্শ্বটীকা লেখার জন্য খালি রাখতে হবে। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ) এক লেখককে অস্পষ্ট ও জটিলভাবে লিখতে দেখে বললেন, এভাবে লিখ না। যদি এভাবে লিখ তাহলে বেঁচে থাকলে লজ্জিত হবে আর মরে গেলে নিন্দিত হবে।[১০৮]

(৩) ফাত্ওয়া প্রদানকারীর উচিত প্রশ্নের কাগজে জবাব লিপিবদ্ধ করা। যতটুকু সম্ভব ভিন্ন কাগজ ব্যবহার না করা। তা না হলে অন্য কোন প্রশ্ন ঢুকিয়ে দেওয়ার আশংকা থাকবে।[১০৯]

(৪) ফাত্ওয়াকে এমনভাবে স্পষ্ট ভাষায় লিখতে হবে যেন অন্য কিছু বুঝার সুযোগ না থাকে।

(৫) সার সংক্ষেপ ভাষায় ফাত্ওয়া লেখা উচিত নয়। এতে ফাত্ওয়াপ্রার্থী দিশেহারা হতে পারেন।[১১০]

(৬) ফাত্ওয়ার দলীল- কুরআনের আয়াত হোক অথবা হাদীস হোক অথবা অন্য কিছু হোক তা স্পষ্টভাবে সুন্দর করে উল্লেখ করতে হবে। এতে ফাত্ওয়ার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।[১১১]

(৭) ফাত্ওয়ার ভেতরে যেন বলা না হয় যে, এটা আল্লাহর নির্দেশ, এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ। তবে যদি স্পষ্ট মূল উদ্ধৃতি থাকে তাহলে বলা যেতে পারে।[১১২]

(৮) সংক্ষিপ্ত আকারে ফাত্ওয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত। বিনা প্রয়োজনে বিস্তারিত

---

১০৭. ইমাম ইবনু মাজাহ, সুনানু ইবনু মাজাহ, কিতাবুন্ নিকাহ, হাদীস নং-১৮৯৪
১০৮. মুফতী তাকী ওসমানী, উসূলুল ইফতা, পৃষ্ঠা- ১৭৬।
১০৯. আহমাদ বিন হামাদান আন্ নিমরী, ছিফাতুল ফাতওয়া ও মুফতী, পৃষ্ঠা-৩৬।
১১০. ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন আন্ রাব্বিল আলামীন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৭।
১১১. প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ১৬০।
১১২. প্রাগুক্ত, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৭৫।

www.pathagar.com

বর্ণনা পরিহার করা উচিত। কেননা ফাত্ওয়া হলো নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর জানানো। এটা কোন ওয়াজ, তা'লীম বা রচনা নয়।[১১৩]

(৯) ফাত্ওয়ার শেষে (والله أعلم) 'আল্লাহই ভালো জানেন' কথাটি লেখা উচিত।[১১৪]

(১০) সবশেষে স্পষ্টভাবে স্বাক্ষর ও তারিখ লেখা উচিত।[১১৫]

ভুল ফাত্ওয়া

যদি কোন মুফতী অযোগ্য অথবা অবহেলার কারণে কোন ফাত্ওয়াতে ভুল করেন তাহলে তিনিই গুনাহগার হবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

(ان الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً. فسئلوا. فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا)

'নিশ্চয় আল্লাহ আলিমদের অন্তর থেকে জ্ঞানকে সম্পূর্ণ তুলে নেন না। তবে আলিমদের জান কবযের সাথে জ্ঞানকে তুলে নেন। যখন কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না, মানুষ তখন জাহিলদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে, তাদের কাছে ফাত্ওয়া চাইবে, তারাও ইলম ছাড়া ফাত্ওয়া দেবে। এভাবে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।'[১১৬]

আর যদি তিনি ফাত্ওয়া প্রদানের যোগ্য হন এবং যথেষ্ট ইজতিহাদ করে ফাত্ওয়া প্রদান করেন, কিন্তু তাঁর ফাত্ওয়া ভুল হয়, তাহলে তাঁর কোন গুনাহ হবে না। বরং ইজতিহাদের জন্য তাঁর সাওয়াব হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন :

(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر واحد)

---

১১৩. ইবন হামাদান, ছিফাতুল ফাত্ওয়া, পৃষ্ঠা- ৬০।
১১৪. মুফতী তাকী ওসমানী, উসূলুল ইফতা, পৃষ্ঠা- ১৭৭।
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৮।
১১৬. ইমাম আল বুখারী, ছহীহ আল্ বুখারী, প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

'যদি কোন প্রশাসক ইজতিহাদ করে ফায়সালা দেন, আর তাঁর এ ফায়সালা হয় সঠিক, তাহলে তাঁর দুটি পুরস্কার রয়েছে, আর যদি তিনি ইজতিহাদ করে ভুল ফায়সালা দেন, তাহলে তাঁর রয়েছে একটি পুরস্কার।'[১১৭]

এখানে প্রশাসকের ফায়সালার সাথে মুফতীর ফাত্ওয়াকে তুলনা করা হয়েছে। যদি কোন মুফতীর নিকট তাঁর প্রদত্ত ফাত্ওয়া ভুল ছিল বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে তাঁকে সে সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসতে হবে। ভুলের উপর বহাল থাকা যাবে না। কেননা উমার (রা) আবু মুসা আল আশ'য়ারী (রা) কে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করেন : 'যদি তুমি কোন বিষয়ে ফায়সালা দিয়ে থাকো, পরবর্তীতে উক্ত ফায়সালাটি পুনঃনিরীক্ষণে ভুল বলে প্রতীয়মান হয় এবং সঠিক পথের সন্ধান পাও, তাহলে সঠিক পথে ফিরে আসতে তোমাকে যেন কোন জিনিস বাধা না দেয়। কেননা সত্য হলো চিরন্তন। কোন কিছু তাকে নষ্ট করতে পারে না। অসত্যের মধ্যে লেগে থাকার চেয়ে সত্যের দিকে ফিরে আসাই উত্তম।'[১১৮]

আর ফাত্ওয়া প্রার্থী যদি ঐ ফাত্ওয়া অনুযায়ী আমল না করে থাকেন তাহলে মুফতীকে তাঁর পূর্বের মত থেকে ফিরে আসার কথা তাকে জানাতে হবে। এতে তিনি আর দোষী সাব্যস্ত হবেন না। আর যদি তিনি ভুল ফাত্ওয়া অনুযায়ী আমল করে ফেলেন, এ ক্ষেত্রে ইমাম নাবাবী বলেন : তারপরেও তাঁকে তাঁর ফিরে আসার কথা জানাতে হবে এবং কৃত আমলটি বাতিল করতে হবে।[১১৯] অর্থাৎ ঐ ভুল ফাত্ওয়াটি যদি সরাসরি আল্ কুরআন ও আল্ হাদীসের অথবা ইজমার বিপরীত হয়। তা না হলে বাতিলই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

যদি ফাত্ওয়া প্রদানকারী তাঁর প্রদত্ত ফাত্ওয়া প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁর এ ফাত্ওয়া ভুল ছিল বলে প্রমাণিত হয় তাহলে ফাত্ওয়া প্রার্থী ভবিষ্যতে অনুরূপ কোন ঘটনায় ভুল ফাত্ওয়ার উপর ভিত্তি করে আমল করতে পারবেন না। আর যদি ভুল ফাত্ওয়ার উপর আমল করে ফেলেন, এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

(ক) যদি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুফতী আল্ কুরআন কিংবা আল হাদীসের বিধান লংঘন করেছেন অথবা ইজমা' ও স্পষ্ট কিয়াসের বিপরীত রায়

---

১১৭. প্রাগুক্ত, ফাতহুল বারী, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৩১৮।
১১৮. ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'য়ীন অন রাব্বিল আলামীন, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৮৬।
১১৯. ইমাম নাবাবী, আল্ মাজমু', খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৫।

www.pathagar.com

দিয়েছেন তাহলে ফাত্ওয়া প্রার্থীর কৃত আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন- যদি তিনি কোন ক্রয়-বিক্রয় করেন তাহলে তা বাতিল করতে হবে। আর যদি কোন বিবাহ সম্পর্কিত হয় তাহলে স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করে দিতে হবে। আর যদি ঐ ফাত্ওয়ার দ্বারা কোন সম্পদের মালিক হয়ে থাকেন তা পূর্বের মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

(খ) যদি প্রথম ফাত্ওয়া ইজতিহাদ ভিত্তিক হয় অতঃপর তাঁর ইজতিহাদ পরিবর্তন হলো, তাহলে ফাত্ওয়া প্রার্থী পূর্বে যা আমল করেছেন তা বাতিল করা যাবে না। কেননা কোন ইজতিহাদ অন্য কোন ইজতিহাদ দ্বারা ভঙ্গ হয় না, যেমন উমার (রা) বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে আপন ভাইদের কোন সম্পত্তি দেন নি, পরবর্তীতে অনুরূপ একটি ফাত্ওয়া চাওয়া হলে তিনি আগের হুকুমের মত হুকুম দিতে চাইলে আপন ভাইরা আপত্তি করে বলেন : ধরুন আমাদের পিতা একজন গাধা ছিলেন কিন্তু আমাদের সকলের মা তো একজন? সে হিসাবে আমরা সম্পত্তির অংশ পেতে পারি। একথা শুনে হযরত উমার (রা) সকল ভ্রাতাকে বোনের সম্পত্তিতে অংশীদার করলেন। তখন তাঁকে প্রথম ফাত্ওয়ার কথা বলা হলে তিনি বলেন : সেটা আগের ফায়সালা অনুযায়ী থাকবে আর এটা এ ফায়সালা অনুযায়ী হবে। তবে এক্ষেত্রে শাফে'য়ী ও হাম্বালী মাযহাবের কতিপয় উলামা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়কে পৃথক করতে চান, তাঁরা মনে করেন যে, বিবাহ যদি ভুল ফাত্ওয়ার উপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয় তাহলে তা অবশ্যই ভেঙে দিতে হবে এবং স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দিতে হবে।[১২০]

উপসংহার

ফাত্ওয়া ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খোদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফাত্ওয়া প্রদান করেছেন। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও আল্লাহর নির্দেশে এ কাজের আনজাম দিয়েছেন, তারপর খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফাত্ওয়ার কাজ করেছেন। এভাবে সাহাবা কিরাম

---

১২০. শামসুদ্দীন আস্ সারাখসী, আল মাবসূত্, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৫৬০।

www.pathagar.com

(রা), তাবে'য়ী ও তাবে-তাবে'য়ীদের যুগেও ফাত্ওয়া প্রদানের বিধান চালু ছিল। বর্তমান সময়েও পৃথিবীর সর্বত্র এ বিধান চালু আছে। ভবিষ্যতেও চালু থাকবে। এ কাজ বন্ধ করার সাধ্য কারো নেই।

ফাত্ওয়া প্রদানের কাজ যে কেউ করতে পারেন না। আল কুরআন ও আল হাদীসের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে এ কাজ করা যায় না। তা ছাড়া আরো কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে যা একজন মুফতীকে অর্জন করতে হয়। যেগুলো আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ নির্ধারণ করে গিয়েছেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ভাবে ফাত্ওয়া প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হলে অবশ্যই ভাল, তা না হলে দেশের উলামা-মাশায়েখগণ এ ব্যবস্থা চালু রাখার ব্যবস্থা করবেন। কেননা এটি একটি ফারযে কিফায়ার হুকুম। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর বিধান বুঝার এবং সেভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

--সমাপ্ত--

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set

www.pathagar.com